মেশকাত-দাওরায়ে হাদীস, ফাযিল-কামিলসহ হাদীস বিষয়ে সকল পরীক্ষা উপযোগী

আসমাউর রিজাল

{প্রসিদ্ধ ক'জন রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী}

মুফতি গোলাম রাব্বানী ভুঁইয়া

শিক্ষক

জামিয়া শায়খ যাকারিয়া

কাঁচকুড়া, উত্তরখান, ঢাকা।

আসমাউর রিজাল
{প্রসিদ্ধ ক'জন রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী}

লেখক □ মুফতি গোলাম রাব্বানী ভুঁইয়া

প্রকাশক □ জনাব লোকমান হোসাইন
কাঁচকুড়া, উত্তরখান, ঢাকা।

প্রচ্ছদ □ কাউসার আহমদ সুহাইল

প্রথম প্রকাশ □ ফেব্রুয়ারী-২০১০

দ্বিতীয় সংস্করণ □ এপ্রিল-২০১৪

নির্ধারিত মূল্য □ ৭৫.০০

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় বাবা-মা, যাঁদের শেষ রজনীর তপ্ত
আঁসু রহমতের ছায়া হয়ে আমাকে আগলে
রাখে, তাঁদের নেক হায়াত ও সুস্বাস্থ্য
কামনায়-

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদীস। হাদীসের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে রাবী তথা বর্ণনাকারীর সেকাহ ও নির্ভরযোগ্যতার উপর। তাই রাবী তথা হাদীস বর্ণনাকারীগণের জীবনী নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। বক্ষমান গ্রন্থে কয়েকজন প্রসিদ্ধ রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা হয়েছে।

প্রথম প্রকাশে তথ্যসূত্র ও প্রমাণপঞ্জি বিস্তারিত উল্লেখ না থাকায় অনেকে এ ব্যপারে সুপরামর্শ প্রদান করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে এ বিষয়টি পরম যত্নের সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী এতে বইটির গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

তথ্যসূত্র বের করতে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন তরুণ প্রতিভাবান আলেম মাওলানা জহিরুল ইসলাম। আর প্রকাশনার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কৃতার্থ করেছেন জনাব লোকমান হোসাইন সাহেব। আল্লাহ পাক উভয়কে উত্তম বিনিময় দান করুন।

প্রিয় পাঠক! তথ্য ও ভাষাগত কোন ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা শুধরে নেবো।

হাদীসের এই সামান্য খেদমতকে আল্লাহ পাক তাঁর মতো করে কবুল করুন! সকলের কাছে এই দুআ কামনা করি।

গোলাম রাব্বানী ভুঁইয়া
২০/৪/১৪ ইংরেজী
১৯/৮/৩৫ হিজরী

সূচীপত্র পৃষ্ঠা

প্রসিদ্ধ সাহাবায়ে কেরাম

প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবিয়াগণ

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ও তাবয়ে তাবেয়ী

সাহাবায়ে কেরাম
{রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম}

১. হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নামঃ হাদীস বর্ণনায় বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রকৃত নামের ব্যাপারে বিস্তর মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মতানুসারে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আব্‌দে শামছ বা আব্‌দে মানাফ। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ বা আব্দুর রহমান।

উপনাম-আবু হুরাইরা।

পিতার নাম- সখর।

মাতার নাম- মায়মুনা।

তিনি ইয়ামানের দাওস গোত্রের লোক ছিলেন।

আবু হুরাইরা উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ ঃ আবু হুরাইরা অর্থ বিড়াল ছানার পিতা। ছোট্র একটি বিড়াল ছানা সর্বদা তাঁর সাথে থাকতো। একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়াল ছানাটি দেখে কৌতুক করে বলেছিলেন 'আবু হুরাইরা'। তখন থেকেই তিনি এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ সপ্তম হিজরী মুতাবেক ৬২৯ খৃষ্টাব্দে খায়বর যুদ্ধের বছর ৩৪ বছর বয়সে বিশিষ্ট সাহাবী তুফায়েল ইবনে আমর দাওসীর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসুল সা. এর সাহচর্য ঃ তিনি সর্বদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন। তাঁর স্মরণ শক্তি ছিলো কম। একবার তিনি স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য রাসুলের কাছে দুআর আবেদন করেন। আল্লাহর রাসুল তাঁকে চাদর বিছাতে বললেন এবং তাতে বরকতের দোয়া করলেন। এরপর থেকে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনতেন তা আর ভুলতেন না। তিনি ছিলেন আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত। হাদিসের ইলম অর্জনের জন্য সর্বদা রাসুলের দরবারে পড়ে থাকতেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ শরীয়তের গভীর জ্ঞান এবং বিদ্যা-বুদ্ধিতে পারদর্শী হওয়ায় হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তিনি মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ানের স্থলাভিষিক্তও হয়েছিলেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৩৭৪। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি

আলাইহিমা যৌথভাবে বর্ণনা করেছেন ৩২৫ টি। তার মধ্যে এককভাবে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৯ টি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৩ মতান্তরে ৯৩ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।
ইমাম বুখারী ও আইনীর মতে প্রায় আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।
ইন্তিকাল ঃ তাঁর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। গ্রহণযোগ্য মতে ৫৭ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। মদীনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এবং 'জান্নাতুল বাকি'তে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

....

তথ্যসূত্র-
১. আলবিদায়া ৮/৮৯, ২. তাযকিরাতুল হুফফায ১/২৮, ৩. সিয়ার ৩/১৫৭, ৪. উসদুল গাবা ৫/১১৯, ৫. আলইসাবা ৪/২০২, ৬. হিলইয়া ১/৪৫২।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম ঃ আব্দুল্লাহ।
উপনাম- আবুল আব্বাস।
উপাধি- হিবরুল উম্মাহ।
পিতার নাম- আব্বাস।
মাতার নাম- উম্মুল ফদ্বল লুবাবা বিনতে হারেস।
তাঁর মাতা ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বোন। তিনি কুরাইশ গোত্রের হাশেমী শাখার সন্তান ছিলেন।
জন্ম ঃ হিজরতের তিন বছর পূর্বে 'শি'আবে আবী' তালিবে আটক থাকাবস্থায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ বা ১৫ বছর।
জ্ঞানের গভীরতা ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দীনি ইলম, হিকমত ও তাফসীর বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্ব লাভের দোয়া করে বলেছিলেন- হে আল্লাহ ! আপনি তাঁকে দ্বীনি ইলম ও তাফসীর শাস্ত্রে অগাধ

জ্ঞান দান করুন। এই দুআর বরকতে তিনি ইল্মে ফেকাহ্ ও হিকমত অর্জনের পাশাপাশি রঈসুল মুফাসসিরীন উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর জ্ঞানের গভীরতার দরুণ তাঁকে 'হিবরুল উম্মাহ' বা জ্ঞানের সমুদ্র বলা হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত মাসরুক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি যখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে দেখতাম তখন মনে মনে বলতাম, ইনি সবচেয়ে সুন্দর ব্যক্তি। তিনি যখন কথা বলতেন তখন ধারণা করতাম বাক্যালংকার এবং বিশুদ্ধভাষায় তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আর যখন তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন তখন মনে হতো তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও জ্ঞানী। হযরত মুয়াম্মার বলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তিনজন মহান ব্যক্তি থেকে ইলম হাসিল করেছেন। ১. হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ২. হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৩. ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

গুণাবলী ঃ ইবনে আব্বাস হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর প্রিয়ভাজন ছিলেন। জরুরী কোন বিষয়ে পরামর্শসভা আহ্বান করলে সেখানে তাঁকেও ডাকতেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্পর্কে বলতেন- তিনি তরুণ প্রবীণ। অর্থাৎ বয়সে তরুণ কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণ। তিনি ফিক্হ, হাদীস, তাফসীর, গণিত, ফারায়েয, আরবী সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি একজন।

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৬৬০ টি। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ৯৫ টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ১২০ টি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৪৯ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যুঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের শাসনামলে (ইকমাল গ্রন্থাগারের মতে) ৬৮ হিজরীতে তায়েফ নগরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

....

তথ্যসূত্র-

১. আলবিদায়া ৮/২৪৮, ২. তাযকিরা ১/৩৩, ৩. সিয়ার ৪/৪০৯, ৫. উসদুল গাবা ৩/৮, ৬. ইসাবা ২/৩৩০, ৭. ১/৩৮৬।

৩. হযরত আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম ঃ আনাস।

উপনাম ঃ আবু হামযা, আবু উমামা।

উপাধি ঃ খাদেমুর রাসুল।

পিতার নাম- মালেক।

মাতার নাম- উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান।

জন্ম ঃ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

রাসুল সা. এর খেদমত ও দুআ ঃ মাত্র দশ বছর বয়স তখন তাঁর মাতা উম্মে সুলাইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মদীনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে শিশু আনাসকে পেশ করেন। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন থেকেই তাঁকে খাদেম হিসেবে গ্রহণ করেন।

তিনি সুদীর্ঘ ১০ বছর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর মত এত দীর্ঘ সময় আর কেউ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। মায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দুআ করেছিলেন- 'হে আল্লাহ! তাঁর ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করুন, তাঁকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন এবং তাঁর গুনাহ মাফ করে দিন'। এই দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রচুর ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, দীর্ঘ হায়াত এবং জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছিলেন। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানের সংখ্যা ছিল একশত। কোন কোন বর্ণনায় ৮০ জন এবং ১২০ জনের কথাও পাওয়া যায়।

দায়িত্ব পালন এবং নির্যাতন ভোগ ঃ হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তিনি বাহরাইনের আমেল ও গভর্ণর ছিলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তিনি বসরার মুফতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৭২ হিজরীতে মহান সাহাবী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে অপমান করার জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নিজের মোহরযুক্ত কিছু রশি তাঁর গলায় বেঁধে দিয়েছিল।

হাদীস বর্ণনায় অবদান ঃ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি বসরার জামে মসজিদকে কেন্দ্র বানিয়ে হাদীসের খেদমত করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের

সংখ্যা ১২৮৬। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে ১২৮ টি, এককভাবে বুখারী শরীফে ৮৩ টি এবং মুসলিম শরীফে ৭১ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর প্রসিদ্ধ ছাত্রবৃন্দ ঃ হাসান বসরী, ইবনে সিরীন, হুমাইদ, ছাবেত প্রমুখ তাবেয়ীগণ তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ তিনি ১০৩ বা ৯৯ বছর বয়সে ৯১ মতান্তরে ৯৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন তাঁকে গোসল দেন এবং কাতান ইবনে মুদরাক জানাযায় ইমামতি করেন। বসরায় কছর নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

....

তথ্যসূত্র-

১. আলবিদায়া ৯/৭১, ২. সিয়ার ৪/৪৫১, ৩. উসদুল গাবা ১/১৪৮, ৪. আলইসাবা ১/৭১, ৫. তাযকিরা ১/৩৭, ৬. তাযীব ১/৫৭১।

৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা

নাম- আয়েশা।

উপনাম- উম্মে আব্দুল্লাহ।

উপাধি- সিদ্দিকা, হুমায়রা।

পিতার নাম- আবুবকর আব্দুলাহ ইবনে ওসমান আবু কূহাফা।

মাতার নাম- উম্মে রুমান বিনতে আমের।

তিনি পিতৃকুলের দিক থেকে বনী তাইম এবং মাতৃকুলের দিক থেকে কেনানা গোত্রের ছিলেন।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের আট বা নয় বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

রাসুল সা. এর সাথে বিবাহ ঃ আসমানী নির্দেশে মাত্র ৬/৭ বছর বয়সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুওতের দশম সালের শাওয়াল মাসে মক্কায় তাঁকে বিবাহ করেন। এরপর দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে অর্থাৎ আক্‌দের ১৮ মাস পর ৯ বছর বয়সে একমাত্র কুমারী নারী আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার সাথে ঘর সংসার শুরু করেন।

গুণাবলী ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের মধ্যে তিনি

ছিলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমতি এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী।। তিনি একাধারে ফিকাহবিদ, হাদীসবিশারদ, মুফাসসির, ভাষাবিদ এবং ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন। বাগ্মিতায়ও তাঁর সুখ্যাতি ছিল। বহু কবির বড় বড় কাসিদা তাঁর মুখস্থ ছিল। প্রিয় নবীর জীবনের বহু ঘটনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে তিনি সর্বাদিক ওয়াকিফহাল ছিলেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর রাজনীতিতেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে তিনি খলিফার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন এবং জংগে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধে) বিরোধী দলের নেতৃত্ব দেন। তাঁর উপর অপবাদের পবিত্রতা বর্ণনায় আয়াত অবতীর্ণ হয়। জিবরাঈল আলাইহিস সালামের পক্ষ থেকে তাঁর উপর সালাম প্রেরীত হয়।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ হাদীস শাস্ত্রে উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার অবদান চির অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত কর্ম এবং গৃহাভ্যন্তরে যা কিছু তিনি করতেন সে সম্পর্কে আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বর্ণনা প্রণিধানযোগ্য। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তাঁরা তাঁর শরণাপন্ন হতেন।

ভাগ্নে ওরওয়া ইবনে যুবায়ের এবং ভাতিজা কাসিম ইবনে মুহাম্মদ তাঁর থেকে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২২১০। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি যৌথভাবে ১৭৪ টি, ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এককভাবে ৫৪ টি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এককভাবে ৫৮ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুযায়ী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ৬৫ বছর বয়সে ৫৭ হিজরীর ১৭ই রমজান মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। ওসিয়্যত অনুযায়ী রাতেই জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নামাজে জানাযায় ইমামতি করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার: ৩/৪২৭, ২. উসদুল গাবা ৫/৩৪১, ৩. তাযকিরা ১/২৫, হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/৫০৫

৫ . হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম-আব্দুল্লাহ।

উপনাম-আবু আব্দুর রহমান।

উপাধি-রঈসুল মুহাদ্দিসীন।

পিতার নাম-ওমর ইবনুল খাত্তাব।

মাতা-যয়নব বিনতে মাযউন।

তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভুত।

জন্ম ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত লাভের একবছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

চরিত্র মাধূর্য ঃ নরম স্বভাবের অধিকারী দুনিয়াবিমূখ এই মহান মনীষী ছিলেন একজন বড় আলেম, পরহেযগার এবং সুন্নতে রাসুলের পদাঙ্ক অনুসারী। রাসুলের সুন্নত অনুকরণে তিনি ছিলেন বদ্ধপরিকর। সব বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করতেন। হযরত মায়মুন ইবনে মিহরান বলেন, আমি ইবনে ওমর থেকে অধিক পরহেযগার এবং ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি। হযরত নাফে বলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর জীবদ্দশায় এক হাজারেরও বেশী দাস আযাদ করেছেন। মহৎ ও নিঃস্বার্থ চরিত্রের জন্য সর্বত্র তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। খিলাফতের প্রতিদ্বন্দিতায় তিনি নিষ্ঠার সাথে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন। উম্মুল মুমিনীন হাফসা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা তাঁর বোন হওয়ায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অধিক মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। সেই সুবাদে তিনি বেশি হাদীস বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৩০। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা যৌথভাবে ১৭০ টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ৮১ টি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শাহাদাতবরণ ঃ তখন হাজ্জাজ বিন ইউসুফের শাসনামল। ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জুমআর খুৎবা প্রদান করলেন। খুৎবা দীর্ঘ করার কারণে হাজ্জাজের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয় এবং হজ্ব সংক্রান্ত বিষয়ে হাজ্জাজের সঙ্গে দ্বন্দ সৃষ্টি হয়। ফলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইবনে ওমরের প্রতি বৈরী

মনোভাব পোষণ করে। এরই জের ধরে হাজ্জাজের নির্দেশে তার এক সিপাহী বিষমিশ্রিত বর্ষা দ্বারা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের পায়ের পাতায় আঘাত করে। আঘাতের বিষক্রিয়ায় ৮৪ বা ৮৬ বছর বয়সে ৭৩ হিজরীতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি হিল তথা হেরেমের বাইরে দাফন করার ওসিয়্যত করে যান। কিন্তু হাজ্জাজের বিরোধিতার কারণে তাও সম্ভব হয়নি। অগত্যা যী-তুয়া নামক স্থানে মুহাজিরদের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/৩১৮, ২. উসদুল গাবা ৩/৪২, ৩. আলইসাবা ২/৩৪৭, ৪. তাযকিরা ১/৩১, ৫. হিলইয়া ১/৪৬৫।

৬. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম-জাবির।

উপনাম-আবু আব্দুল্লাহ এবং আবু মুহাম্মদ।

পিতার নাম- আব্দুল্লাহ

দাদার নাম-আমর।

মাতার নাম- নুসাইবাহ।

তিনি সুলাইম গোত্রের আনসারী সাহাবী। তাঁর পিতা ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

জন্ম ও ইসলামগ্রহণ ঃ হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হিজরতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শৈশবকালেই পিতার সাথে দ্বিতীয় আক্বাবায় উপস্থিত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, প্রথম আক্বাবায় ইসলাম গ্রহণকারী সাতজনের তিনি ছিলেন একজন। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদানঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর, ওমর ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সহ অনেক সাহাবী থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস সংগ্রহে তাঁর আগ্রহ ছিল অনেক বেশী। ১৭/১৮ টি যুদ্ধে রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে শরীক থাকার পরও তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্য সিরিয়া, মিশর সহ বিভিন্ন

এলাকা সফর করেছেন। এ জন্যই তাঁকে মুকছিরীন রাবীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয়।

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ আল্লামা কিরমানী ও আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তিনি ১৫৪০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সম্মিলিতভাবে বুখারী ও মুসলিমে ৫৮ টি, এককভাবে বুখারী শরীফে ২৬ টি এবং মুসলিম শরীফে ১২৬ টি হাদীস উল্লেখ আছে। অনেক তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে ৯৪ বছর বয়সে ৭৪ বা ৭৮ হিজরীতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। কেউ কেউ দাবী করেন, তিনিই সর্বশেষ সাহাবী যিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর তিনি ৬৪ বছর বেঁচেছিলেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. আলইসাবা ১/২১৩, ২. সিয়ার ৪/৩১০, ৩. তাহযীব ২/৮, ৪. উসদুল গাবা ১/২৯৪, ৫. আলইকমাল ৫৮৯।

৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম-সাদ।

উপনাম-আবু সাঈদ।

নেসবত-খুদরী।

পিতার নাম-মালেক।

মাতার নাম-আনিসা বিনতে আবুল হারেস।

তিনি একজন আনসারী সাহাবী। তাঁর পূর্বপুরুষ খুদরা ইবনে আওফের নামানুসারে তাঁকে খুদরী বলা হয়।

জন্ম ও শৈশব ঃ তিনি হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁর সন্তানের জন্য ধন-সম্পদ কিছুই রেখে যেতে পারেননি। ফলে তিনি অর্থনৈতিক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেন। আর্থিক এই দৈন্যতা স্বত্বেও

তিনি রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিশ থেকে সামান্য সময়ের জন্যও দূরে থাকতেন না।

গুণাবলী ঃ তিনি ছিলেন হাফেজে হাদীস এবং শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন। আর্থিক সংকটের কারণে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাসুল বললেন- 'যে ধন-সম্পদ চায় আল্লাহ তাকে ধনী করেন, আর যে ক্ষমা প্রত্যাশা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন'। একথা শোনার পর আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ তাআলার উপর সম্পুর্ণ তাওয়াক্কুল করে জীবন যাপন শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রচুর ইজ্জত-সম্মান দান করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ ইবনুল আছীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম একজন। তিনি সর্বমোট ১১৭০ টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা যৌথভাবে ৪৩ টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ১৬ টি এবং ইমাম মুসলিম ৫২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ তিনি ৭৪ হিজরীতে শুক্রবার দিন মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তিনি ৬৪ বছর বেঁচেছিলেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. তাযকিরা ১/৩৬, উসদুল গাবা ৪/৪৬৭।

৮. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- আব্দুল্লাহ।

উপনাম- আবু আব্দুর রহমান।

পিতার নাম-মাসউদ।

মাতা-উম্মে আব্‌দ।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের প্রায় ২৮ বছর পূর্বে জন্মহগ্রহণ করেছেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দারুল

আরকামে প্রবেশের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক তাঁকে ৩৩ তম এবং 'সিয়ারে আলামুন নুবালা' গ্রন্থে তাঁকে ১৭তম মুসলিম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাসুলের সান্নিধ্য ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের এতো বেশী ঘনিষ্টতা ছিল যে, নতুন কোন লোক আসলে তাঁকে নবী পরিবারেরই একজন মনে করত। তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ খাদেম। রাসুলের একান্ত গোপন বিষয় সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। সফরে তিনি সর্বদা তাঁর সাথে থাকতেন এবং রাসুলের মিসওয়াক, জুতা, বিছানা ও অযুর পানি তিনি বহন করতেন। এ জন্য তিনি 'সাহিবু সিররুর রাসুল, সাহিবুন না'লাইন ও সাহিবুল বিসাদা (প্রিয় নবীর একান্ত বিষয়ে জ্ঞাত, রাসুলের জুতা ও বালিশ বহনকারী) উপাধিতে পরিচিতি লাভ করেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কূফার শিক্ষক নিযুক্ত করেন এবং ওযীর হিসাবে মনোনীত করেন। খলিফা কূফাবাসীর প্রতি যে পত্র লিখেছিলেন তাতে একথাও বলেছিলেন যে, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে আমার নিজের উপর তোমাদের জন্য প্রাধান্য দিয়েছি'।

বৈশিষ্টাবলী ঃ তিনি আচার-আচরণে এবং চাল-চলনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদৃশ ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন- 'উম্মে আব্দের পুত্র (ইবনে মাসউদ) আমার উম্মতের জন্য যা পছন্দ করে আমিও তা পছন্দ করি। আর যা সে অপছন্দ করে আমিও তা অপছন্দ করি'।

তিনি ছিলেন বড় মাপের মুহাদ্দিস, ফক্বীহ ও মুফাসসির। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়েছেন এই বলে- 'তোমরা চারজন থেকে কুরআন শিক্ষা কর। যথা- আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালেম, মুয়ায ও উবাই ইবনে কাআব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। বিশেষ করে ফিক্বহ শাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। আর হানাফী মাযহাবের উৎস হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি সর্বমোট ৮৪৮ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি একত্রে ৬৪ টি, এককভাবে বুখারী শরীফে ২১ টি এবং

মুসলিম শরীফে ৩৫ টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

মৃত্যু ঃ তিনি ৩২ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায়, কারো মতে কূফায় ইন্তিকাল করেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৬০ এর অধিক। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মতান্তরে আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। জান্নাতুল বাকিতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/২৭৯, ২. উসদুল গাবা ৩/৭৪, ৩. আলইসাবা ২/৩৬৮, ৪. তাযকিরা ১/১৬, ৫. হিলইয়া ১/১৮১।

৯. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- আব্দুল্লাহ।

উপনাম-আবু মুহাম্মদ।

পিতার নাম-আমর ইবনুল আস।

মাতার নাম- রাইতা বিনতে মুনাব্বিহ।

গুণাবলী ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতা আমরের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বড় মাপের আবেদ ও আলেম। তাঁর জন্য তাঁর মাতা সবসময় সুরমা প্রস্তুত করে রাখতেন। কারণ তিনি রাতভর ইবাদতে এতবেশী মশগুল থাকতেন এবং বাতি নিভিয়ে এতবেশী কাঁদতেন যে, তাঁর চোখের পলকসমুহ পুড়ে গিয়েছিল বা চোখের কোটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি রাতের বেলা ইবাদত এবং দিনের বেলা রোযা রাখতেন। প্রতিরাতে কুরআন খতম করতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌছলে তাঁকে তিনি এরূপ করতে বারণ করেন এবং কমপক্ষে তিনদিনে এক খতম এবং একদিন অন্তর রোযা রাখার নির্দেশ দেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস অনেক হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। আব্দুল্লাহ নামের যে কয়জন মনীষী ছিলেন (উবাদালায়ে আরবাআ) তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি একমাত্র সাহাবী যিনি হাদীস লিখে রাখতেন। 'সাদেকা' নামক গ্রন্থে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণকৃত হাদীসসমূহ লিখে রেখেছিলেন। বুখারী শরীফের ইলম অধ্যায়ে আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ছাড়া কেউ আমার চেয়ে বেশী হাদীস আহরণ করতে পারেনি। কারণ তিনি লিখতেন আর আমি লিখতাম না।'

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা সর্বমোট ৭০০। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা একত্রে ১৭ টি, ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এককভাবে ৮ টি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সবসময় ইবাদতে মশগুল থাকায় এবং মক্কা বিজয়ের পর অধিকাংশ সময় মক্কা-মদীনার বাইরে অবস্থান করায় তিনি আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তিকালের স্থান ও সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ মতে ৬৩ হিজরীতে এই মহান সাহাবী ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/২৩৯, ২. তাহযীব ৪/৪১৪, ৩. আলইসাবা ২/৩৫১, ৪. তাযকিরা ১/৩৪, ৫. হিলইয়া ১/৩৫৬, ৬. তাহযীবুল কামাল ৫/৫০৯।

১০. আবু মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম-আব্দুল্লাহ।

উপনাম- আবু মুসা।

পিতার নাম-কায়েস।

মাতার নাম-তাইয়েবা।

ইয়ামানের আশআর গোত্রের অধিবাসী হওয়ায় তাঁকে আশআরী বলা হয়।

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ঃ তিনি মক্কায় প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। তিনি হাবশায় হিজরত করেন। এবং জাফর ইবনে আবু তালেবের সঙ্গী হয়ে খায়বার যুদ্ধ চলাকালে মদীনায় উপস্থিত হন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাঁকে

খায়বারের একটি অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এরপর ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে কিছুদিন কূফায় এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত বসরার শাসনকর্তা ছিলেন। অত:পর ৩৪ হিজরীতে ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কূফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ হযরত আবু মুসা আশআরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বমোট ৩৬০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি একত্রে ৫০ টি, ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এককভাবে ৪৫ টি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৫ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে মতভেদ আছে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে তিনি ৬২ বছর বয়সে ৫৪ হিজরীতে কূফায় ইন্তিকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-
১. সিয়ার ৪/৩৭, ২. উসদুল গাবা ৫/১১০, ৩. আলইসাবা ২/৩৫৯, ৪. তাযকিরা ১/২২, ৫. হিলইয়া ১/৩২৮।

১১. হযরত বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- বারা।

উপনাম- আবু উমারা, আবু আমর, আবু তুফাইল।

পিতার নাম- আযেব। তিনি একজন আনসারী সাহাবী।

জিহাদে অংশগ্রহণ ঃ বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বয়সের স্বল্পতার দরুণ আকাংখা থাকা সত্ত্বেও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের আনুমতি পাননি। ২৪ হিজরীতে তিনি 'রাই' নামক এলাকা জয় করেন। তিনি জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফীন ও নাহরাওয়ান প্রভৃতি যুদ্ধে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ হাদীস বর্ণনায় বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অবদান অনেক। অসংখ্য সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন- শা'বী, আব্দুল্লাহ্, ইবনে ইয়াযিদ, আদী ইবনে সাবেত আবু ইসলাম প্রমূখ।

তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে

বর্ণিত রেওয়ায়েতের সংখ্যা ৩০৫ টি।
ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্মিলিতভাবে ২২টি, এককভাবে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৬টি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মুসআব ইবনে যুবায়েরের শাসনামলে ৭২ হিজরীতে কূফা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-
১. সিয়ার ৪/৩১২, ২. উসদুল গাবা ১/১৯৯, ৩. আলইসাবা ১/১৪২, ৪. তাযকিরা ১/৩৭, ৫. বিদায়া ৮/২৮০।

১২. হযরত আবুযর গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম - জুন্দুব।
উপনাম- আবুযর।
উপাধি- শাইখুল ইসলাম।
পিতার নাম-জুনাদাহ।
গিফার গোত্রের লোক ছিলেন বলে তাঁকে গিফারী বলা হয়।

রাসুল সা. এর সাহচর্য ঃ তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় গোত্রেই বসবাস করতে থাকেন। ইসলাম গ্রহণের দীর্ঘদিন পর খন্দক যুদ্ধের আরও পরে ৫ম হিজরীতে তিনি মদীনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে স্থায়ীভাবে মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস শুরু করেন। তিনি সর্বক্ষণ রাসুলের সান্নিধ্যে থাকতেন। 'যাতুর রিকা' যুদ্ধে যাত্রাকালে রাসুল সাল্লাল্লাহু তাঁকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন।

গুণাবলীঃ অনন্য বৈশিষ্টাবলীর অধিকারী এই মহান সাহাবী ছিলেন একেবারেই সাদামাটা জীবনের অধিকারী এবং দুনিয়াবিমূখ। মিতব্যয় এবং সংযমের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদ পুরুষ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জিভূত করাকে তিনি হারাম মনে করতেন। ফলে সাহাবায়ে কেরামের সাথে তাঁর ভীষণ মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো।

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি সর্বমোট ২৮১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা একত্রে ৩১টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ২টি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তিকাল ঃ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে মতবিরোধের ফলে ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নির্দেশে তিনি মদীনার বাইরে ৪০ মাইল দূরে 'রাবাযা' নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তিনি ৩২হিজরী ৮ই জিলহজ্ব মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তিনি সামান্যতম সম্পদও রেখে যাননি।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/৩৬৯, ২. উসদুল গাবা ৪/৪৩৬, ৩. আলইসাবা ৪/৬২, ৪. তাযকিরা ১/১৮, ৫. হিলইয়া ১/২২১।

১৩. হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- উবাদাহ।

উপনাম- আবুল ওয়ালিদ।

পিতার নাম- সামেত।

মাতার নাম- কুররাতুল আইন বিনতে উবাদা ইবনে নাদলা।

মাতামহের নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয় উবাদাহ।

কর্মজীবন ঃ হযরত উবাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সবগুলো বাইআতে আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। মদীনায় যে কয়জন নকীব নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম একজন। তিনি বদরসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে মিশর বিজয়ে তিনি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি খেলাফতের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় তিনি সিরিয়ার কাজী এবং মুয়াল্লিম নিযুক্ত হন। একসময় তিনি মিশরের গভর্ণরও হয়েছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সিরিয়ার হেমস শহরে অতিবাহিত করেন। পরবর্তীতে তিনি ফিলিস্তিন চলে যান।

তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়েতের সংখ্যা ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ১৮১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইমা যৌথভাবে ৬টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ২টি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৭২ বছর বয়সে ৩৪ হিজরীতে রামালা নামক স্থানে মতান্তরে বায়তুল মাকদাসে ইন্তিকাল করেন। বায়তুল মাকদাসে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/৩৪৫, ২. উসদুল গাবা ২/৫৪০।

১৪. হযরত আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- ওয়াইমির।

উপনাম-আবুদ্ দারদা।

উপাধি- হাকীমুল উম্মাহ।

স্ত্রীর নাম- খায়রা। যিনি উম্মে দারদা নামে প্রসিদ্ধ।

আবুদ্ দারদার মেয়ের নাম দারদা। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী সন্তানের নামানুসারে আবুদ্ দারদা ও উম্মে দারদা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আবুদ্ দারদা ছিলেন মদীনার খাযরাজ গোত্রের বিশিষ্ট আনসারী সাহাবী।

কর্মজীবন ঃ আড়ম্বরহীন জীবনের অধিকারী এই মহান সাহাবী উত্তম চরিত্র, দয়া, অতিথিপরায়ণতা, মানবহিতৈষী প্রভৃতি সৎগুণের আধার ছিলেন। ফেক্বহ ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্ব ছিল। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর দক্ষতা ছিল বেশ। হযরত ওমর ও হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার শাসনামলে তিনি সিরিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত হয়েছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কোথাও সফর করার সময় তাঁকে স্থলাভিষিক্ত করে যেতেন। মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার বিচারপতি হয়েছিলেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ হযরত আবুদ্‌ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস থেকে ১৭৯ টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বুখারীতে ১৩টি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি মুসলিম শরীফে ৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। "যাখায়িরুল মাওয়ারিস" নামক গ্রন্থে আবুদ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীসসমূহ সংকলিত করা হয়েছে।

মৃত্যু ঃ জীবনের শেষের দিকে তিনি সিরিয়ায় বসবাস করতেন। সেখানেই তিনি হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের শেষ সময়ে ৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/১১, ২. উসদুল গাবা ৪/৪৩৪, ৩. আলইসাবা ৪/৫৯, ৪. তাযকিরা ১/২৩, ৫. হিলইয়া ১/২৭৯।

১৫. হযরত আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- তাঁর প্রকৃত নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুসারে তাঁর নাম হারেস।

উপনাম- আবু কাতাদাহ। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধ।

পিতার নাম- রিবয়ী।

মাতার নাম- কাবশা।

তিনি ছিলেন মদীনার খাযরাজ গোত্রের বনী সুলামা শাখার একজন আনসারী সাহাবী।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের ১৮ বছর পুর্বে ৬০৪ খৃষ্টাব্দে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।

জিহাদে অংশগ্রহণ ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ বদর যুদ্ধে আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর অংশগ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে উহুদসহ পরবর্তী সকল জিহাদে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। নবীজি তাঁকে আমীর নিয়ুক্ত করে ইদাম, খাযরাজ, বাতনে আখাম অঞ্চলে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও

একবার আবু কাতাদাকে মক্কায় আমীর নিযুক্ত করেছিলেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ কুরআন-হাদীস প্রচারের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি পূর্ণ যত্নবান ছিলেন। তবে হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। শিকার করা ছিল তাঁর বিশেষ শখ। তিনি অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। সাথীদের সাথে কৌতুক করতে করতে পথ চলতেন।

তারঁ বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মোট ১৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যৌথভাবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বর্ণনা করেছেন ১১টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ২টি এবং ইমাম মুসলিম ৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ আবু কাতাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুসন নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। গ্রহণযোগ্য মতে ৫৪ হিজরীতে ৭০ বছর বয়সে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন। কারো মতে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় কূফায় মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জানাযা পড়ান।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/৭৮, ২. উসদুল গাবা ৫/৬৮, ৩. আলইসাবা ৪/১৫৮, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

১৬. হযরত উবাই ইবনে ক'াব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম-উবাই।

উপনাম-আবুল মুনযির বা আবুত্ তুফায়েল।

উপাধি- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'বকে সাইয়্যেদুল আনসার এবং ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে সাইয়্যেদুল মুসলিমীন উপাধিতে ভূষিত করেন। তাছাড়া তাঁকে কারীদের সর্দারও বলা হতো।

পিতার নাম- ক'াব।

মাতার নাম- সুহায়লা বিনতে আসওয়াদ। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানার বংশ নাজ্জার গোত্রের আনসারী সাহাবী।

ইসলাম গ্রহণ ঃ নবুয়তের ১৩তম বর্ষে মুসআব ইবনে উমায়েরর নেতৃত্বে আসা সত্তর জন আনসারী সাহাবীর সাথে দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ

করেন। তিনি বদর থেকে শুরু করে তায়েফ পর্যন্ত সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'কাতেবে ওহী' তথা ওহী লেখকদের অন্যতম একজন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় চারজন সাহাবী পূর্ণ কুরআন মজীদ জমা করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় যে কয়জন সাহাবীর উপর কুরআনুল কারীম সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তিনি তাঁদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে যখন বিভিন্ন ক্বেরাতে কুরআন পাঠ হতে থাকে তখন তিনি হযরত উবাই ইবনে কা'বের নেতৃত্বে বারোজন ক্বারীর সমন্বয়ে এর বিজ্ঞোচিত সমাধান দেন। ফলে এক ক্বেরাতে সবস্থানে কুরআন তেলাওয়াত হতে থাকে। বর্তমানে যে কেরাতে কুরআনুল কারীম প্রচলিত তা উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ক্বেরাত অনুযায়ী লিখিত। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যুগে ফতোয়া প্রদানকারীদের মধ্যে তিনি একজন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যুগেও তিনি ফতোয়া প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মজলিশে শুরার একজন গুরুত্বপুর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। রাসূলের যুগে আনসারদের মধ্যে যাঁরা ফতওয়া দিতেন তিনি তাঁদের অন্তভুক্ত ছিলেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সর্বমোট ১৬৪টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ 'ইকমাল' গ্রন্থকারের বর্ণনামতে তিনি ১৯ হিজরীতে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত আমলে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/২৩২, ২. উসদুল গাবা ১/৫৭, ৩. আলইসাবা ১/১৯, ৪. তাযকিরা ১/১৮, ৫. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ২/৯ ৬. তাহযীবু তাহযীবিল কামাল ১/২৮৬।

১৭. হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- মুআয।

উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ, আবু আব্দুর রহমান।

পিতার নাম-জাবাল।

তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের একজন বিশিষ্ট আনসারী সাহাবী।

ইসলাম গ্রহণ ও রাসুলের সাহচর্য ঃ নবুওয়তের দ্বাদশ সালে ১৮ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বাইআতে আক্বাবায় উপস্থিত বিশিষ্ট সত্তরজন আনসারী সাহাবীর তিনি অন্যতম একজন। মুয়ায ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থাকতেন। সর্বক্ষণ তাঁর থেকে শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এত মহব্বত করতেন যে, অনেক সময় তাঁকে নিজের বাহনের পেছনে বসার সুযোগ দিতেন। ফলে তিনি রাসুলের অনেক কাছ থেকে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন। যার দরুণ তিনি বিশিষ্ট একজন সাহাবী হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

খেলাফতের দায়িত্বপালন ঃ হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাজনৈতিক বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি বদরসহ পরবর্তী সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। নবম হিজরীতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবালকে ইয়ামানের কাজী এবং মুয়াল্লিম নিযুক্ত করে পাঠান। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যামানায়ও তিনি খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মজলিশে শূরার একজন সদস্য ছিলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় খেলাফতকালে আবু উবাইদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর স্থানে মুআয ইবনে জাবালকে সিরিয়ার শাসক পদে নিয়োগদান করেছিলেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ১৫৭ মতান্তরে ১৭৫টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা যৌথভাবে ২টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ৩টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ১টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

মৃত্যু ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ১৮ হিজরীতে সিরিয়ায় তাউন বা প্লেগ রোগ দেখা দেয়। ইতিহাসে যা 'আমওয়াসে তাঊন' নামে প্রসিদ্ধ। এই মহামারিতে ৩৮বছর বয়সে বাইতুল

মাকদাস এবং দিমাশকের মাঝামাঝি জর্দান নদীর তীরবর্তী স্থান 'বীসানে' তিনি ইন্তিকাল করেন। এই মহামারিতে তাঁর পুত্র এবং স্ত্রীও মারা যায়।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/২৬৭, ২. উসদুল গাবা ৪/১৪২, ৩. আলইসাবা ৩/৪২৬, ৪. তাযকিরা ১/১৯, ৫. হিলইয়া১/৩০০, ৬. ইকমালু তাহযীবিল কামাল ১১/২৪৬।

১৮.হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- খালেদ।

উপনাম- আবু আইয়ুব।

পিতার নাম-যায়েদ।

আবু আইয়ুব নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তিনি খাযরাজ গোত্রের একজন বদরী আনসারী সাহাবী।

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি হিজরতের প্রায় ৩১ বছর পূর্বে খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখায় জন্মগ্রহণ করেন। এবং দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় আগমনের সময় সর্বপ্রথম আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে অবস্থান করেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে সংগঠিত সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। ২১ হিজরীতে মিশর অভিযানে এবং মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছেন। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মদীনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।

তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ঃ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে ২১০, কারো মতে ১৫০ এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে ১৫৫টি। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা যৌথভাবে ১৩ টি বা ১৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ সীমান্তে পাহারা অবস্থায় তুরস্কের কনস্টান্টিনোপলে ৫১ হিজরীতে

তিনি ইন্তেকাল করেন। ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। ওসিয়্যত অনুযায়ী কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীর ঘেঁষে তাঁকে সমাহিত করা হয়। সেখানে তাঁর কবর এখনো বিদ্যমান আছে।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/৫১, ২. উসদুল গাবা ৪/৩৮১, ৩. আলইসাবা ১/৪০৫, ৪. তাযকিরা ১/৩৭।

১৯. হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- মুগীরা।

উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ, আবু মুহাম্মদ, আবু ঈসা।

পিতার নাম-শু'বা।

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত ঃ তিনি খন্দক যুদ্ধের বছর পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই তিনি মদীনায় হিজরত করেন। সর্বপ্রথম তিনি খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরপর বাইআতে রিদওয়ান, হুদাইবিয়ার সন্ধি, ইয়ামামা, কাদেসীয়া প্রভৃতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

খেলাফতের দায়িত্ব পালন ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত বিচক্ষণ ও মেধাবী ছিলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রথমে তাঁকে বসরা এবং পরে কূফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে ৪১ হিজরীতে পুনরায় তিনি কূফার গভর্ণর নিযুক্ত হন।

হাদীস রেওয়ায়েতে তাঁর অবদান ঃ খেলাফতের দায়িত্বে ব্যস্ত থাকায় তিনি হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে বেশী অবদান রাখতে পারেননি। তিনি সর্বমোট ১৩৬ টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। যৌথভাবে বুখারী ও মুসলিমে ১২টি, বুখারীতে এককভাবে ১টি এবং মুসলিম শরীফে ১টি হাদীস উল্লেখ আছে।
বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা ৪৯ হিজরীতে ৭০বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/১৯৯, ২. উসদুল গাবা ৪/১৮১, ৩. আলইসাবা ৩/৪৫২, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

২০. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- ইমরান।

উপনাম- আবু নুজাইদ।

পিতার নাম- হুসাইন।

তিনি একজন বিখ্যাত ফক্বীহ সাহাবী ছিলেন। উর্দ্ধতন পুরুষ কা'ব ইবনে আমর আল-খুযায়ীর নিসবতে তাঁকে খুযায়ী বলা হয়।

ইসলাম গ্রহণ ও জিহাদে অংশগ্রহণ ঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খায়বার যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে তাঁর পিতা ও বোনও ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। হুনাইন এবং তায়েফের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অনীহা ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তিনি ব্যথায় কাতর হয়ে নিজেকে খেলাফতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতেন। উমাইয়া শাসনামলে যিয়াদ তাঁকে খোরাসানের গভর্ণর নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে একসময় তিনি কূফায় কাজীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ফক্বীহ। তাই সরকারী কর্মকাণ্ড থেকে দুরে থাকলেও ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শসনামলে তিনি বসরাবাসীর মুফতি পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। বসরায় তিনি নিজ আবাস গড়ে তুলেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অবদান ঃ তিনি সর্বদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থাকার পরও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনের কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা অনেক কম। তিনি মা'কাল ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে ১৮০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি যৌথভাবে ৯টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর বুখারীতে এককভাবে ৪টি ও মুসলিম শরীফে ৯টি হাদীস উল্লেখ আছে।

মৃত্যু ঃ তিনি ৫২ হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/১১৩, ২. উসদুল গাবা ৩/৪০৮, ৩. আলইসাবা ৩/২৬, ৪. তাযকিরা ১/২৬।

২১. হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- মুয়াবিয়া।
উপনাম- আবু আব্দুর রহমান।
পিতার নাম- সখর। যিনি আবু সুফিয়ান নামে প্রসিদ্ধ।
মাতার নাম- হিন্দা বিনতে উতবা।

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ ঃ হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশ গোত্রের উমাইয়া শাখায় ৬০৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওমরাতুল কাযার সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসুল সা. এর সাথে তাঁর সম্পর্ক ঃ তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর হুনাইন, তায়েফ, সিরিয়া অভিযান প্রভৃতি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ওহী লেখার জন্য মনোনিত করেন। যার ফলে তাঁকে 'কাতেবে ওহী' বলা হয়। মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বোন উম্মে হাবীবাকে রাসুল বিবাহ করেছিলেন। এ দিক থেকে আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ট। মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আল্লাহর রাসুলের একটি চাদর, একটি জামা, কয়েকটি চুল এবং নখের কিছু অংশ রক্ষিত ছিল।

খেলাফতের দায়িত্ব পালন ঃ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সমগ্র সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামল ছিল ৪০ বছর। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে ৪ বছর, হযরত ওসমান ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার পূর্ণ খেলাফতকাল এবং হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৪১ হিজরীতে খেলাফতের দায়িত্ব হযরত মুয়াবিয়াকে অর্পণ করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটানা বিশ বছর তিনি খেলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁকে একজন অনন্য প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিচক্ষণ শাসকরূপে অভিহিত করা হয়।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যতিব্যস্ত থাকার দরুণ তিনি হাদীস শাস্ত্রে খুব বেশী অবদান রাখতে পারেননি। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ১৬৩ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ৪ টি, বুখারীতে এককভাবে ৪টি এবং মুসলিম শরীফে ৫টি হাদীস স্থান পেয়েছে।

মৃত্যু ঃ লাকওয়ান নামক রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮৪ বছর বয়সে ৬০ হিজরীতে তিনি দামেস্কে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-
১. সিয়ার ৪/২৬৩, ২. উসদুল গাবা ৪/১৫৪, ৩. আলইসাবা ৩/৪৩৩, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

২২. হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম-উসামা।
উপনাম- আবু মুহাম্মদ ও আবু যায়েদ।
পিতার নাম- যায়েদ ইবনে হারেসা।
মাতার নাম- বারাকাহ। যিনি উম্মে আয়মান নামে প্রসিদ্ধ।
তিনি হিজরতের পূর্বে নবুওয়তের সপ্তম বছরে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।
রাসুল সা. এর সাথে সম্পর্ক এবং হিব্বুর রাসুল উপাধি ঃ তিনি ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার ছেলে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ-মমতায় তিনি বেড়ে উঠেন। উসামা ইবনে যায়েদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তাঁর মাতা উম্মে আয়মান ছিলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার দাসী। উম্মে আয়মান শিশু মুহাম্মদকে লালন পালন করেছেন। তিনি রাসুলের এত প্রিয় ছিলেন যে হুব্বুর রাসুল তথা রাসুলের প্রিয়ভাজন উপাধিতে ভূষিত হন।
গুণাবলী ঃ মাত্র বারো বা তেরো বছর বয়সে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি লাভ করেন। ১১ হিজরীতে রোমানদের বিরুদ্ধে উসামার নেতৃত্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করেন। হযরত আবু বকর, ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমূখ বড় বড় সাহাবী তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করেন। ওফাতের সংবাদ শুনে তিনি মদীনায় আসেন এবং নিজ হাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবরে রাখেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮ বছর।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, স্বীয় পিতা এবং উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে ১১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা যৌথভাবে ১৫টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ১টি এবং ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলের শেষের দিকে ৫৪ হিজরীতে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/১০৬, ২. উসদুল গাবা ১/৭৫, ৩. আলইসাবা ১/৩১।

২৩. হযরত নু'মান ইবনে বশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- নু'মান।

উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ, আবু মুহাম্মদ।

পিতার নাম- বশীর।

মাতার নাম- ওমরা বিনতে রাওয়াহা।

তিনি খাযরাজ বংশোদ্ভুত একজন বিশিষ্ট সাহাবী।

জন্ম ঃ হিজরতের পর মদীনায় আনসারী সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণকারী শিশু তিনি। ২য় হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৮ বছর।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ তিনি হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কতৃক ৫৩ হিজরীতে দামেস্কের কাযী পদে নিয়োগ হন। ৫৯ হিজরীতে কূফার গভর্ণর নিযুক্ত হন। আহলে বাইতের প্রতি আন্তরিকতা এবং মৌন সমর্থনের ফলে ইয়াযিদ নু'মান ইবনে বশীরকে অপসারণ করে সেখানে উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কূফার গভর্ণর নিযুক্ত করে। এরপর তিনি সিরিয়ার হিমস এলাকার শাসক নিযুক্ত হন। উমাইয়া শাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার পরও তিনি আন্তরিকভাবে উমাইয়া শাসন অপছন্দ করতেন। ফলে ৬৪ হিজরীতে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের হাতে বাইআত গ্রহণ করেন এবং জনতাকে তাঁর

বাইআতের প্রতি আহ্বান করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে ১১৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে যৌথভাবে ৫টি, বুখারীতে এককভাবে ১টি এবং মুসলিম শরীফে ৪টি হাদীস উল্লেখ হয়েছে।

মৃত্যু ঃ হিমসের শাসক থাকা অবস্থায় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের প্রতি বাইআতের আহ্বান জানালে জনতা তাঁর উপর ক্ষুদ্ধ হয়। এ অবস্থায় হিমস এলাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় পথে খালিদ ইবনে খালী আল-কালায়ী নামক ঘাতকের হাতে ৬৪ হিজরীতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। হিমসেই তাঁকে দাফন করা হয়।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/৪৬৩, ২. উসদুল গাবা ৪/২৩৫, ৩. আলইসাবা ৩/৫৫৯, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

২৪. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম-যায়েদ।

উপনাম- আবু সাঈদ ও আবু খারেজা।

উপাধি- কাতেবে ওহী, বাহরুল উলুম।

পিতার নাম- সাবিত।

তিনি হিজরতের একবছর পুর্বে এগার বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসুল সা. এর সান্নিধ্য এবং গুণাবলী ঃ হিজরতের পর তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে পূর্ণ সময় অতিবাহিত করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাতেবে ওহী নিযুক্ত করেন। তিনি হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় কুরআন মজীদ লিপিবদ্ধ করেন এবং উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় কুরআনে পাকের নুসখা তৈরী করেন। মীরাস সংক্রান্ত মাসআলায় যাঁরা দক্ষ ছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে তিনি মজলিশে শুরার সদস্য ছিলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় কাজীর দায়িত্ব এবং

উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় কেন্দ্রীয় বাইতুল মালের তত্ত্বধায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি সর্বমোট ৯২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ যায়েদ ইবনে সাবেত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুসন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইকমাল গ্রন্থাগারের মতে ৫৪ বছর বয়সে ৪৫ হিজরীতে তিনি মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/৬৫, ২. উসদুল গাবা ২/২৩৫, ৩. আলইসাবা ১/৫৬১, ৪. তাযকির ১/২৭।

২৫. হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- যায়েদ।

উপনাম- আবু আব্দুর রহমান ও আবু তালহা।

পিতার নাম- খালিদ।

নিসবত- জুহানী।

জন্ম ঃ তিনি হিজরতের সাত বছর পূর্বে মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অবদান ঃ তিনি সর্বমোট ৮১ টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর বর্ণিত রেওয়ায়েত সমূহ বিদ্যমান। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর বর্ণিত ৫টি হাদীস বুখারী শরীফে উল্লেখ করেছেন।

মৃত্যু ঃ তিনি ৮৫ বছর বয়সে ৭৮ হিজরী সনে মদীনায় ইন্তেকাল করেন কারো মতে তিনি কূফায় ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. উসদুল গাবা ২/২৪২, ২. আলইসাবা ১/৫৬৫, ৩. তাযকিরা ১/৩৭।

২৬. হযরত কা'ব ইবনে মালেক আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- কা'ব ।

উপনাম-আবু আব্দুল্লাহ্, আবু আব্দুর রহমান, আবু মুহাম্মদ, আবু বশীর ।

পিতার নাম- মালেক ।

মাতার নাম- সায়লা বিনতে যায়েদ ।

তিনি মদীনার খাযরাজ গোত্রের সন্তান ।

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি হিজরতের প্রায় ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন ।

বৈশিষ্টাবলী ঃ তিনি একজন কবি সাহাবী ছিলেন । রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার যাঁরা জবাব দিতেন তাঁদের তিন জনের মধ্যে তিনি একজন। তাবুক যুদ্ধে তিনি অনুপস্থিত থাকার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তাঁর সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখেন । যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর তওবা কবুল করে আয়াত নাযিল করেছেন । শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উসাইদ ইবনে হুযাইর থেকে ৮০টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন । বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ৩টি, বুখারীতে ১টি এবং মুসলিম শরীফে ২টি হাদীস উল্লেখ আছে ।

মৃত্যু ঃ ইকমাল গ্রন্থকারের মতে তিনি ৫০ হিজরীতে ৭৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন ।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/১২৩, ২. উসদুল গাবা ৩/৫৩৭, ৩. আলইসাবা ৩/৩০২, ৪. তাযকিরা ১/৩৮ ।

২৭. হযরত সালমান ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম-সালমান।
উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ।
পিতার নাম- বুযাখশান।
তিনি পারস্যের (বর্তমান ইরানের) রামহুরমুজ নগরীর অধিবাসী হওয়ায় সালমান ফারেসী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর ইরানী নাম ছিল মাহবেহ বা রূযবেহ।
ইসলাম গ্রহণ ঃ সালমান ফারেসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বড় চিত্তাকর্ষক এবং বেদনাবিধুর। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস নিজ ভাষ্যে বর্ণিত আছে। তাঁর পৈতৃক ধর্ম ছিল মজুসিয়াত তথা অগ্নিউপসনা। কিন্তু তিনি ছোটবেলা থেকেই ঈসায়ী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঘর ছাড়া হন। এবং একের পর এক খৃষ্টান যাজকের সোহবত গ্রহণ করে অবশেষে সিরিয়ায় উপনীত হন। তাঁর সর্বশেষ গুরু মৃত্যুর সময় ওসিয়্যত করে যান যে, ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দ্বীনে হানীফ অর্থাৎ একত্ববাদের খাঁটি দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আখেরী নবী দুনিয়ায় আগমন করেছেন। আখেরী নবীর আগমনের স্থান, আলামত, কার্যক্রম সবকিছু তিনি শাগরেদকে বলে যান। হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মহাসত্যের সন্ধানে মধ্যআরবের আল-কুরায় আগমন করেন। মরুভূমির অচেনা এই দেশে তিনি প্রবঞ্চনার শিকার হন। রাহবার বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে জোরপূর্বক গোলাম বানিয়ে এক ইয়াহুদীর কাছে বিক্রি করে দেয়। সেই ইয়াহুদী তাঁকে মদীনা শরীফ নিয়ে যায়। এর কিছুদিন পরেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে নবুওয়তের আলামতসমূহ প্রত্যক্ষ করে তিনি মুসলমান হয়ে যান। এবং আল্লাহর রাসুলের বিশেষ সহযোগিতায় তিনি দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন।
বৈশিষ্টাবলী ঃ তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং মেধাবী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি কাছের মানুষ ছিলেন তিনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন। সর্বপ্রথম তিনি খন্দকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনিই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খন্দক খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন। হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যামানায় তিনি মাদায়েনের গভর্ণর ছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি মোট ৬০ টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর বর্ণিত হাদীসসমূহ বিদ্যমান। বুখারী শরীফে ৪টি এবং মুসলিম শরীফে ৩টি হাদীস উল্লেখ আছে।

অসংখ্য সাহাবা ও তাবেয়ীন তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ তিনি ছিলেন দীর্ঘ হায়াতপ্রাপ্ত প্রবীণতম সাহাবী। ২৫০ বছর পর্যন্ত তিনি হায়াত লাভ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। নির্ভরযোগ্য বর্ণনামতে ৩৫ হিজরীতে ইরাকের মাদায়েন শহরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/৩০৬, ২. উসদুল গাবা ২/৩৪৭, ৩. আলইসাবা ২/৬২, ৪. তাযকিরা ১/৩৭, ৫. হিলইয়া ১/২৫৬।

২৮. হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- জুবাইর।

উপনাম- আবু আদী আল-কুরাইশী আন্ নাওফেলী।

পিতার নাম- মুতয়িম।

মাতার নাম- উম্মে হাবীব বা উম্মে জামীল।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি খায়বারের বছর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কারো মতে মক্কা বিজয়ের দিন বা হুদাইবিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মাঝামাঝি সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ তিনি আরবদের নসবনামা (বংশ তালিকার) এর ব্যপারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে মানুষ নসবনামার জ্ঞান আহরণ করত। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ বিচারক। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি বিষয়ের ফায়সালার দায়িত্ব তাঁর কছে পেশ করেছিলেন। মুসলমান হওয়ার পূর্বে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর ছিলেন। কিন্তু মুসলমান হওয়ার পর সর্বস্ব আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

থেকে ৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ তিনি মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ৫৯ হিজরীতে তিনি মদীনাতেই ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/২৪৭, ২. উসদুল গাবা ১/৩১০, ৩. আলইসাবা ১/২২৫, ৪. তাযকিরা ১/৩৭।

২৯. হযরত কা'ব ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- কা'ব।

উপনাম- আবুল ইয়াসার।

পিতার নাম- আমর।

তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট আনসারী সাহাবী।

ইসলাম গ্রহণ ঃ বাইয়াতে আক্বাবায় তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার পর তিনি সবকটি জিহাদে শরীক হন। বদর যুদ্ধে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব তাঁর হাতে বন্দী হয়েছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ৪৭ টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ ৫৫ হিজরীতে কা'ব ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ১২০ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তিনিই সর্বশেষ ইন্তেকালকারী বদরী সাহাবী।

....

তথ্যসূত্র-

১. তাহযীব ৫৭৭, ২. উসদুল গাবা ৩/৫৩৪, ৩. তাহযীবুল কামাল ৮/৪৪৭।

৩০. হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- আব্দুল্লাহ।
উপনাম- আবু বকর, আবু খুবাইব।
পিতা- যুবাইর ইবনে আওয়াম।
মাতা- আসমা বিনতে আবু বকর।
নানা- আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।
হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাঁর খালা। এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন তাঁর দাদী।

জন্ম ঃ তিনি ছিলেন মুহাজিরীনে কুরাইশের সর্বপ্রথম সন্তান। ১ম হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সময় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু আব্দুল্লাহর মুখে খেজুর চিবিয়ে দেন এবং বরকতের দুআ করেন।

খেলাফতের দায়িত্ব পালন ঃ তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা, সত্যের সংগ্রামে আপোষহীন। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তিনি বাইআত গ্রহণ করেন। হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পর ইয়াযিদ ক্ষমতায় আরোহণ করলে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তার বিরোধী হয়ে উঠেন। কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার পর মক্কা-মদীনার লোকেরা ৬৪ হিজরীতে তাঁকে খলিফা নিযুক্ত করেন। তিনি নয় মাস খেলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর হিজায, ইয়ামান, ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ তাঁর হাতে বাইআত হয়েছিলো। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিপ্রায় অনুযায়ী কা'বা শরীফকে ইবরাহিমী ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করেছেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। এতো অল্প বয়সেও তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পিতা যুবায়ের ইবনে আওয়াম, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ও আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ আরও কয়েকজন প্রসিদ্ধ সাহাবী থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৩৩। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ১টি হাদীস, ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬ টি হাদীস এবং মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শাহাদাতবরণ ঃ আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে তাঁর প্রতিনিধি হাজ্জাজ বিন ইউছুফ মক্কা নগরী আক্রমণ করে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সৈন্য-সামন্ত যুদ্ধ পরিত্যগ করে। তখন তিনি স্বীয় মাতা আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নির্দেশে যুদ্ধ করতে করতে ১৭ জুমাদাল উখরা ৭৩ হিজরী মঙ্গলবার তিনি শাহাদাতবরণ করেন। হাজ্জাজ তাঁর দেহ মুবারক থেকে মস্তক ছিন্ন করে আব্দুল মালেকের নিকট পাঠিয়ে দেয়। মস্তকবিহীন সেই লাশকে শূলিতে বিদ্ধ করে নৃশংসতার নজীর স্থাপন করেছিল ওরা।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/৪২০, ২. উসদুল গাবা ২/৫৯৭, ৩. আলইসাবা ২/৩০৯, ৪. তাযকিরা ১/৩৮, ৫. হিলইয়া ১/৪০১।

৩১. হযরত আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- আমর।

উপনাম-আবু আব্দুল্লাহ, আবু মুহাম্মদ।

পিতার নাম- আস।

মাতার নাম-সাবিয়া।

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ছয় বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ৫ম হিজরীতে, কারো মতে ৮ম হিজরীতে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ এবং উসমান ইবনে তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন।

খেলাফতের দায়িত্ব পালন ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আম্মানের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সে পদ থেকে অব্যহতি দেওয়ার পর পুনরায় সে পদে বহাল রাখেন। ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মিশরের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে প্রথমে উক্ত পদে বহাল রাখার পর অব্যহতি প্রদান করেন। মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পুনরায় তাঁকে সে পদে বহাল রাখেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ আমর ইবনুল আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন বিচক্ষণ

সাহাবী। রাজনীতিতে তার বিরাট দখল ছিল। স্পষ্টভাষী এই মহান সাহাবী একজন প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত আলী এবং মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার দ্বন্দের সময় তিনি মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষের সালিশ ছিলেন।

ইলমে হাদীসে তাঁর অবদান ঃ তিনি সর্বমোট ৪০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ২টি হাদীস ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি যৌথভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। এককভাবে ইমাম বুখারী ১টি এবং মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ তাঁর মৃত্যুসন নিয়ে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মতানুসারে ৯০ বছর বয়সে ৪৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/২২১, ২. উসদুল গাবা ৩/৩৮৪, ৩. আলইসাবা ৩/২, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

৩২. হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম-উবাদা।

উপনাম- আবুল ওয়ালিদ মাদানী।

পিতার নাম-সামেত।

মাতার নাম-কুররাতুল আইন।

তিনি খাযরাজ গোত্রের একজন আনসারী সাহাবী।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন ঃ তিনি হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে সিরিয়ার কাজী এবং মুয়াল্লিমের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। এরপর সেখান থেকে ফিলিস্তিন চলে যান এবং সেখানকার প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ তিনি আকাবার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সবক'টি বাইআতে যোগদান করেছেন। এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতৃক নিযুক্ত বারজন নক্বীবের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন কুরআনের শিক্ষায় পারদর্শী। বিভিন্ন স্থানে তিনি কুরআন শিক্ষা প্রদান করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় যাঁরা কুরআন মজীদ সংকলনের দায়িত্ব পালন

করেছেন তিনি তাঁদের একজন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ১৮১ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা যৌথভাবে ৬টি এবং এককভাবে ইমাম বুখারী ২টি এবং মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। অসংখ্য সাহাবী ও তাবেয়ীন তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ ৭২ বছর বয়সে ফিলিস্তিনের রামলায় বা বইতুল মাকদাসে ৩৪ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/৩৪৫, ২. উসদুল গাবা ২/৫৪০, ৩. আলইসাবা ২/২৬৮, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

৩৩. হযরত তামীমে দারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম-তামীম।

উপনাম- আবু রুকাইয়া দারী।

পিতার নাম-আউস।

তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি নবম হিজরীতে খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনায় বসবাস করেন। ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের পর তিনি সিরিয়ায় চলে যান। অতঃপর সেখান থেকে বায়তুল মাকদাসের পার্শ্বে মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করেন।

গুণাবলী ঃ হযরত তামীমে দারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের একজন আলেম ছিলেন। তিনি এক রাকাআতে সম্পুর্ণ কুরআন মজীদ খতম করতেন। কখনো একটি আয়াতকেই সারারাত বারবার তেলাওয়াত করতে করতে ভোর করে ফেলতেন। হযরত ইবনে মুনকাদির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- একবার তিনি তাহাজ্জুদের নামাজের জন্য ঘুম থেকে উঠতে না পেরে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে ছিলেন। একারণে তিনি শাস্তি স্বরুপ পূর্ণ এক বছর নামাজের মাধ্যমে বিনিদ্র রাত যাপন করেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি সর্বমোট ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। দাজ্জাল ও গোয়েন্দা জানোয়ারের আশ্চর্য ঘটনাবলী তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ তিনি ৪০ হিজরীতে সিরিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে তিনি সিরিয়ায় সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী সাহাবী।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৪/৭৪, ২. উসদুল গাবা ১/২৪৭, ৩. আলইসাবা ১/১৮৩, ৪. তাহযীবুল কামাল ২/১৩৯, তাযীবুত তাহযীব ১/৫৩৯।

৩৪. হিন্দ ইবনে আবু হালা তামিমী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

নাম- হিন্দ।

পিতার নাম- নাব্বাশ ইবনে যুরারাহ।

মাতার নাম- উম্মুল মুমিনীন খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা।

রাসুলের সাথে সম্পর্ক ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে লালিত উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বের স্বামীর সন্তান।

গুণাবলী ঃ তিনি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং বিশুদ্ধভাষী ছিলেন। অনন্য সাহিত্যপূর্ণ এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মুবারকের বিবরণ দিয়েছেন। হিন্দ ইবনে আবু হালার চেয়ে এবিষয়ে বেশী অবদান আর কেউ রাখতে পারেন নি। হযরত হাসান ইবনে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় মামা হিন্দের থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুলিয়া মুবারকের বিবরণ সম্বলিত ঐতিহাসিক হাদীসসমূহ রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ জঙ্গে জামালে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. উসদুল গাবা ৪/২৯৪, ২. আলইসাবা ৩/৬১১, ৩. তাহযীবুল কামাল ১০/৪৬৮, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ৯/৮০।

মহিলা সাহাবীয়াগণ

১. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা

নাম- হিন্দ।

উপনাম- উম্মে সালামাহ।

পিতার নাম- সুহাইল।

মাতা- আতিকা বিনতে আমের।

ইসলাম গ্রহণ ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তের প্রথমদিকেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন।

হিজরত ঃ তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল আপন চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ ওরফে আবু সালামার সাথে। তাঁরা উভয়ে হাবশা হিজরত করেন। হাবশায় হতে মক্কায় ফিরে আসার পর নির্যাতনের পরিমাণ আরো বেড়ে যাওয়ায় তারা মদীনায় হিজরত করার মনস্থ করলেন। কিন্তু বংশীয় বাঁধা-বিপত্তির মুখে তিনি স্বামীর সাথে হিজরত করতে পারেননি। স্বামী-স্ত্রী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘদিন পর সন্তান নিয়ে তিনি মদীনায় হিজরত করেন।

রাসুল সা. এর সাথে বিবাহ ঃ তাঁর প্রথম স্বামী আপন চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল আসাদ ওরফে আবু সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ওহুদ যুদ্ধে আহত হওয়ার পর কিছুটা সুস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তিন বছর পর সেই আঘাতের ক্ষতস্থানে ঘা দেখা দেয়। অবশেষে সে ক্ষতের কারণে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। স্বামীর মৃত্যুর পর চতুর্থ হিজরীতে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

গুণাবলী ঃ পারিবারিক দিক দিয়ে উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা উঁচু বংশীয় এবং আত্মমর্যাদাশীল রমণী ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। বহু সদগুণ এবং সুকর্মের অধিকারী ছিলেন। বদান্যতার কারণে তাঁকে উম্মুল মাসাকীন বলা হতো। জ্ঞানে-গুণে হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার পরের স্থান ছিল উম্মে সালামা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ ইলমে হাদীসে তাঁর গভীর দখল ছিল। তিনি সর্বমোট ৩৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ১৩টি এবং এককভাবে বুখারী ৩টি ও মুসলিমে ১৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অসংখ্য সাহাবা-তাবেয়ীন তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ উম্মে সালামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যুসন নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ইকমাল গ্রন্থাকারের মতানুসারে তিনি ৬১ হিজরীতে ৯০ বছর বয়সে

ইন্তিকাল করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তিনি ৬০ বছর জীবিত ছিলেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/৪৬৯, ২. উসদুল গাবা ৫/৪৫৩, ৩. আলইসাবা ৪/৪৫৮, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

২. আসমা বিনতে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা

নাম ঃ আসমা।

উপাধি ঃ যাতুন নিতাকাইন।

পিতার নাম- আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।

মাতার নাম- কুতাইলা বিনতে আব্দুল ওজ্জা।

তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বৈমাত্রেয় বোন।

ইসলাম গ্রহণ ও বিবাহ ঃ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি হলেন ১৮তম মুসলমান। যুবাইর ইবনুল আওয়ামের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

হিজরত ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের জন্ম ঃ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতরে কিছু পর তিনি মদীনায় হিজরত করেন। কূবা পল্লীতে থাকা অবস্থায় মুহাজিরদের প্রথম সন্তান আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের জন্ম হয়।

বৈশিষ্টাবলী ঃ আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা শান্ত ,ভদ্র এবং সুন্দর মনের একজন মানুষ ছিলেন। ঘরের সমস্ত কাজ তিনি নিজে স্বাচ্ছন্দে আঞ্জাম দিতেন। দানশীলতায় তিনি অনন্যা ছিলেন। আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার ওফাতের পর তাঁর ত্যজ্য সম্পত্তি হতে একখ- ভুমি লাভ হলে তা একলক্ষ দিরহাম বিক্রয় হয়েছিল। তিনি সমস্ত টাকা আত্নীয়-স্বজনদের মাঝে বিতরণ করে দেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীলা, সাহসী ও দৃঢ় মনের অধিকারী। হাজ্জাজের সঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মুকাবেলার সময় তিনি প্রিয় পুত্রকে বলেছিলেন- "আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি যুদ্ধ করে শহীদ হও, আমি ধৈর্য ধরবো; অথবা যুদ্ধ করে বিজয়ী হও আমি চক্ষু শীতল করবো"। ইবনে যুবায়ের শহীদ হয়েছিলেন।

সন্তানের শাহাদাতের পর হাজ্জাজ আসমার কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তার জবাব দেন। আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা দুআ করতেন- যতক্ষণ আমি আব্দুল্লাহর লাশ না দেখবো ততক্ষণ যেনো আমার মৃত্যু না হয়। আল্লাহ তাঁর এই দোয়া কবুল করেছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে অবদান ঃ হাদীস বর্ণনায় তাঁর অবদান অনেক। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ৫৮ টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। বুখারী-মুসলিমে মোট ২২টি হাদীস উল্লেখ আছে। মুত্তাফাক্ব আলাইহি ১৩ টি, এককভাবে বুখারীতে ৫টি এবং মুসলিমে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মৃত্যু ঃ ৭৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/৫২১, ২. উসদুল গাবা ৫/২০৯, ৩. আলইসাবা ৪/২২৯, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

৩. উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা

নাম ঃ ফাখতা, বা হিন্দ।

উপনাম- উম্মে হানী। পুত্র হানীর নামানুসারে তিনি উম্মে হানী নামে প্রসিদ্ধ।

পিতার নাম- আবু তালেব।

মাতার নাম- ফাতেমা বিনতে আসাদ।

তিনি হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো বোন এবং হযরত আলী ও জাফর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার সহোদরা বোন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ মক্কা বিজয়ের সময় ৮ম হিজরীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

তাঁর ঘরে রাসুল সা. এর অবস্থান ঃ মক্কা বিজয়ের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হানীর ঘরে অবস্থান করে গোসল করেন এবং চাশতের নামাজ আদায় করেন। শিআবে আবু তালেবে বন্দী থাকাকালীন উম্মে হানীর ঘরে রাত যাপন অবস্থায় মিরাজের ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়।

বিবাহ ঃ নবুয়তের পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন আবু তালেব হুবাইবা ইবনে আবু ওহাব মাখযুমীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। মক্কা বিজয়ের পর তাঁর স্বামী হুবাইবা ইসলাম গ্রহণ না করে পালিয়ে যায়। তখন পুনরায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। উম্মে হানী এই বলে প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন যে, আমি এখন অনেক সন্তানের জননী হয়ে গেছি।

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অবদান ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ৪৬টি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে তাঁর বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ আছে।

মৃত্যু ঃ তিনি ৫০ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-
১. সিয়ার ৩/৫৩৭, ২. উসদুল গাবা ৫/৫০১, ৩. আলইসাবা ৪/৫০৩, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

৪. হযরত উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা

নাম-তাঁর প্রকৃত নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে তিনি উম্মে সুলাইম উপনামেই বেশী পরিচিত।

পিতার নাম- মিলহান।

তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খালা এবং আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মাতা। উম্মে সুলাইম ছিলেন মদীনার নাজ্জার গোত্রের মহিলা।

বৈবাহিক জীবন ও ইসলাম গ্রহণ ঃ তাঁর প্রথম বিবাহ হয় মালেক ইবনে নযরের সাথে। সেই গর্ভে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জন্মগ্রহণ করেন। মালেক ইবনে নযর সিরিয়ায় চলে গিয়ে মৃত্যুবরণ করার দীর্ঘদিন পর হযরত আবু তালহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করার পূর্বেই উম্মে সুলাইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ তিনি অনেক বড় বড় জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আহত মুজাহিদগণের সেবা এবং পানি পান করানোর জন্য রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জিহাদে তাঁকে সহ আরও কিছু নারীকে সঙ্গে নিতেন। উম্মে সুলাইম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা পুত্র আনাসকে রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীলা নারী এবং বুদ্ধিমতি। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোন মতানৈক্য দেখা দিলে তাঁরা তাঁর শরণাপন্ন হতেন।

হাদীস রেওয়ায়েতে তাঁর অবদান ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ১৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে একত্রে ১টি এবং এককভাবে বুখারীতে ১টি ও মুসলিম শরীফে ২টি হাদীস উল্লেখ আছে।

মৃত্যু ঃ ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তিনি ইন্তিকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/৫৩২, ২. উসদুল গাবা ৫/৪৫৬, ৩. আলইসাবা ৪/৪৬১, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

৫. উম্মুল ফযল বিনতে হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা

নাম-লুবাবাহ।

উপনাম-উম্মুল ফযল।

পিতার নাম-হারিস।

মাতার নাম-হিন্দা বিনতে আউফ।

তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার সহোদরা বোন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ এক বর্ণনামতে উম্মুল ফজল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হযরত খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার পরে মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

সন্তানাদি ঃ আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানদের অধিকাংশই তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রঈসুল মুফাফস্‌সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত তাম্মাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর গর্ভের সন্তান।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি রাসুল সা থেকে ৩০ টির মতো হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে ১টি, এককভাবে বুখারী ও মুসলিমে ১টি করে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

মৃত্যু ঃ হযরত উম্মুল ফজল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ওসামান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। তখনো তাঁর স্বামী আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু জীবিত ছিলেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৩/৫৩৯, ২. উসদুল গাবা ৫/৪৮১, ৩. আলইসাবা ৪/৪৮২, ৪. তাযকিরা ১/৩৮।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী
ও
তাবয়ে তাবেয়ী

১. ইমাম যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- মুহাম্মদ।
উপনাম- আবুবকর।
নিসবতি নাম- যুহরী।
পিতার নাম- মুসলিম।
পূর্বপুরুষ যুহরা ইবনে কিলাব এর দিকে নিসবত হয়ে তিনি ইমাম যুহরী বা ইবনে শিহাব যুহরী নামে পরিচিত।

গুণাবলী ঃ মদীনার শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী আলেমদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তাঁর ইমামুল মুহাদ্দিসীন হওয়ার ব্যপারে সকলেই একমত পোষণ করেছেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন- সলফের সুন্নত সম্পর্কে ইমাম যুহরীর চেয়ে বড় আলেম কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই। হযরত আমর ইবনে দীনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি ইবনে শিহাব হতে হাদীসের অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।

ইলমে হাদীস সংকলন ঃ ইবনে শিহাব যুহরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হলেন ঐব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম হাদীস লেখা আরম্ভ করেন এবং ইসলামের পঞ্চম খলিফা নামে খ্যাত হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহির নির্দেশে হাদীস সংকলনের কাজ শুরু করেন। হাদীস সংকলনের মত দূরূহ কাজ করতে গিয়ে তিনি প্রচুর শ্রম ব্যয় করেন। মদীনার প্রতিটি ঘরে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে রাসুলের হাদীসসমূহ ও তাঁর অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং তা লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁর সংকলিত হাদীস ভাণ্ডার কয়েকটি উটের বোঝা পরিমাণ হতো।

তিনি যাঁদের থেকে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ তিনি হযরত আনাস, সাহল ইবনে সাদ, সায়েব ইবনে ইয়াযিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু প্রমূখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। অনূরূপভাবে শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীদের থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যু ঃ তিনি ১২৪ হিজরী রমজান মাসে ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

সিরিয়ার শাগবাদা নামক গ্রামে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ২/১৪২, ২. হিলইয়া ১/১৩০, ৩. তাহযীবুল কামাল ৯/৩২৫, ৪. তাযকিরা ১/৮৩, ৫. আততারীখুল কাবীর ১/২২২, ৬. তাহযীবুত তাহযীব ৭/৪২০।

২. সাঈদ ইবনে যুবাইর রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম-সাঈদ।

উপনাম- আবু মুহাম্মদ, আবু আব্দুল্লাহ আল-কূফী।

পিতার নাম- যুবাইর।

তিনি শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ীদের একজন।

জন্ম ঃ ৪৬ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

গুণাবলী ঃ তিনি ছিলেন সত্য প্রকাশে নির্ভীক। ফেক্বাহ শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্ব ছিল। তাঁর তাকওয়া-পরহেযগারী ছিল প্রবাদতুল্য। তিনি ছিলেন একজন আবেদ। অন্যায়ের প্রতিবাদে ছিলেন আপোষহীন। একসময় তিনি কূফার কাযীও ছিলেন।

যাঁদের থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন ঃ ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবাইর, ইবনে ওমর, আদী ইবনে হাতেম, আবু মূসা আশআরী, আবু হুরাইরা, আবু সাঈদ, আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ সাহাবা থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাজ্জাজের সঙ্গে বিবাদ ঃ হাজ্জাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাঈদ ইবনে যুবাইর প্রতিবাদী হয়ে উঠলে হাজ্জাজ তাঁর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে। সাঈদ ইবনে যুবাইর তা অনুধাবন করে ইরাক ছেড়ে মক্কায় চলে যান। সেখানে খালেদ আল- কাসারী তাঁকে ধরে হাজ্জাজের নিকট প্রেরণ করে। হাজ্জাজ অত্যন্ত নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করে।

শাহাদাত ঃ ৯৫ হিজরীর শাবান মাসে ৪৯ বছর বয়সে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। ইরাকের ওয়াসেত নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৫/২৭৯, ২. তাহযীবুত তাহযীব ৩/৩০৬, ৩. তাহযীবুল কামাল ৪/১০০, ৪. তাযকিরা ১/৬০, ৫. আততারীখুল কাবীর ৩/৩৮০।

৩. হযরত ইকরামাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম-ইকরামাহ।

উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ।

নিসবতী নাম-বারবারী।

তিনি ছিলেন বারবার গোলাম বংশীয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত গোলাম এবং শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী।

জন্ম ঃ তিনি ২৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

আযাদী লাভ ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শেষ জীবনে তিনি আযাদ হন। কারো মতে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের পর তিনি তাঁর ছেলে আলীর অধীনে আসেন। আলী তাঁকে চার হাজার দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করতে চাইলে তিনি বলেন- আপনার জন্য কল্যাণকর নয় আপনার পিতার ইলমকে চার হাজার দীনারে বিক্রি করা। তখন আলী তাঁকে বিক্রি না করে আযাদ করে দেন।

গুণাবলী ঃ ইকরাম হলেন ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিশিষ্ট ছাত্র। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য রাবী, ফেকাহবিদ, মুহাদ্দিস ও প্রখ্যাত মুফাসসির। আব্বাস ইবনে মুসয়াব বলেন- ইবনে আব্বাসের শীষ্যদের মধ্যে ইকরামা তাফসীর শাস্ত্রে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর ছেকাহ হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করেছেন। তিনি সে সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন ছিলেন।

যাঁদের থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন ঃ হযরত ইবনে আব্বাস, আলী, ইবনে ওমর, আবু হুরাইরা, আয়েশা, কাতাদাহ, মুয়াবিয়া, জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সহ অনেক সাহাবা থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ ইকরামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৮০ বছর বয়সে ১০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৫/৪৯৩, ২. হিলইয়া ৩/৯৬, ৩. তাহযীবুল কামাল ৭/২২১, ৪. তাযকিরা ১/৭৩, ৫. আততারীখুল কাবীর ৬/৩৫৮, ৬. তাহযীবুত তাহযীব ৫/৬৩০।

৪. হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- ইবরাহীম।

উপনাম- আবু ইমরান।

পিতার নাম- ইয়াযিদ।

নিসবতী নাম-নাখয়ী।

তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন।

জন্ম ঃ তিনি ৪৭ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন।

গুণাবলী ঃ তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফক্বীহ এবং পরহেযগার মানুষ ছিলেন। তার নির্ভরযোগ্যতা এবং ফিক্বাহ শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞানের ব্যাপারে সকল আলেম একমত পোষণ করেছেন। তিনি কূফার মুফতী ছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ হাদীস শাস্ত্রে তাঁর দখল ছিল অনেক বেশী। হযরত মাসরুক, আলকামা, আবু মা'মার, শুরাই কাযী, আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ, হাম্মাম ইবনে হারেস রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমূখ থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ হযরত ইবরাহিম নাখয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৯৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৫/৪১৫, ২. হিলইয়া ২/৩৬৩, ৩. তাহযীবুল কামাল ১/৩০৭, ৪. তাযকিরা ১/৫৯, ৫. আততারীখুল কাবীর ১/৩১৫, ৬. তাহযীবুত তাহযীব ১/১৯৪।

৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- আব্দুল্লাহ।
উপনাম- আবু আব্দুর রহমান।
পিতার নাম- মুবারক।
তিনি ছিলেন একজন জগদ্বিখ্যাত তাবেয়ী।
জন্ম ঃ এই মহামনীষী ১১৮ হিজরীতে খুরাসানে জন্মগ্রহণ করেন।
গুণাবলী ঃ হাফেজে হাদীস আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন অসংখ্য গুণের আধার। বহু শাস্ত্রের তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সে যুগে তাঁর চেয়ে বড় আলেম ও ফক্বীহ কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন ঐ যুগের ইমাম। আদব, নাহু, লুগাত, কবিতা, ফাসাহাত প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্ব ছিলো। অগণিত হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিলো। সর্বদা তিনি বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলতেন। তাকওয়া-পরহেযগারী, আদল-ইনসাফ, সাহসিকতা, দানশীলতা এবং পরোপকার ছিলো তাঁর সহজাত স্বভাব। তিনি অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন। অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তাঁর গুণকীর্তন বর্ণনা করতে গিয়ে বহু মনীষী বিভিন্ন প্রশংসনীয় উক্তি করেছেন, যা ইতিহাসের পাতায় সুরক্ষিত আছে।
যাঁদের থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন ঃ আ'মাশ, হিশাম ইবনে উরওয়া, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, সাওরী, আওযায়ী, মালেক, ইবনে আওন রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমূখ মনীষীদের থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।
তাঁর থেকে যাঁরা রেওয়ায়েত করেছেন ঃ সাওরী, মা'মার ইবনে রাশেদ,আবু ইসহাক দায়াবী, জা'ফর ইবনে সুলায়মান, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম সহ আরও অসংখ্য জ্ঞান পিপাষু তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন।
মৃত্যু ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হাইত নামক স্থানে ১৮১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর।

....

তথ্যসূত্র-
১. সিয়ার ৭/৫৮৩, ২. হিলইয়া ৬/৩৯৭, ৩. তাহযীবুল কামাল ৫/৫৭৬, ৪. তাযকিরা ১/২০১, ৫. আততারীখুল কাবীর ৫/১০৯, ৬. তাহযীবুত তাহযীব ৪/৪৫৭।

৬. হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- সাঈদ।
উপনাম-আবু মুহাম্মদ।
পিতার নাম- মুসাইয়েব।
তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। তাঁর পিতা ও দাদা উভয়ে মুসলমান ছিলেন।
জন্ম ঃ ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের দু'বছর অতিক্রম হওয়ার পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
গুণাবলী ঃ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব রহমাতুল্লাহি আলাইহি অসংখ্য গুণের আধার ছিলেন। বিশেষ করে ফেক্বাহ ও উলুমুল হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্ব ছিল। ইবাদত-বন্দেগী ও তাক্বওয়া-পরহেযগারীতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের ভাণ্ডার এবং হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিচার ব্যবস্থার তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় আলেম। হযরত মাকহুল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি ইলমে দ্বীন অন্বেষণে পৃথিবীর বহু স্থানে গমন করেছি, কিন্তু ইবনুল মুসাইয়েবের চেয়ে বড় আলেম কাউকে দেখিনি। তিনি ছিলেন মদীনাবাসীর জ্ঞানের মুকুট। রাজা-বাদশাহদের থেকে তিনি কিছুই গ্রহণ করতেন না। তৈল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি চল্লিশ বার হজ্ব পালন করেছেন। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-তাঁর মুরছাল হদীস আমার কাছে হাসান।
মৃত্যু ঃ সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৮০বছর বয়সে ৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-
১. সিয়ার ৫/২০৫, ২. হিলইয়া ২/৫৬, ৩. তাহযীবুল কামাল ৪/২১২, ৪. তাযকিরা ১/৪৪, ৫. আততারীখুল কাবীর ৪/৭, ৬. তাহযীবুত তাহযীব ৩/৩৭২।

৭. আলকামা ইবনে কায়েস রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- আলকামা।

পিতার নাম- কায়েস।

তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী ছিলেন।

গুণাবলী ঃ আলকামা রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন মুহাদ্দিস এবং বড় ফক্বীহ ছিলেন। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আলকামা নির্ভরযোগ্য এবং ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র। ইবরাহিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আলকামা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর মর্যাদা, জ্ঞানের গভীরতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং উন্নত চরিত্রের ব্যাপারে সকলেই একমত ছিলেন। তিনি সিফফীনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

মৃত্যু ঃ আবু নুআইমের মতে তিনি ৬১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৫/৮৭, ২. হিলইয়া ১/৫৫৯, ৩. তাহযীবুল কামাল ৭/২৩৮, ৪. আততারীখুল কাবীর ৬/৩৪৯, ৫. তাহযীবুত তাহযীব ৫/৬৪২।

৮. হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- ওমর।

উপনাম- আবু হাফছ।

পিতার নাম- আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান।

মাতার নাম- লায়লা বিনতে আছেম।

জন্ম ঃ ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৬১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ী।

শিক্ষা অর্জন ঃ তিনি ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নাতী হওয়ার সুবাদে মদীনার বড় বড় মনীষীদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য হন। বাল্যকালে পিতা তাকে

শিক্ষালাভের জন্য মদীনায় প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি মামাদের সংস্পর্শে অল্প দিনেই নানা বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

খেলাফতের দায়িত্ব পালন ঃ খলিফা আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে তিনি দামেস্কের শাসনভার গ্রহণ করেন। অতঃপর ওয়ালিদের শাসনামলে কিছুদিন মদীনার গভর্ণর ছিলেন। এরপর ৯৯ হিজরীতে সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেকের মৃত্যুর পর খেলাফতের মসনদে আসীন হন। ২ বছর ৫ মাস কয়েকদিন তিনি খেলাফতের মসনদে সমাসীন ছিলেন।

গুণাবলী ঃ ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহি খোলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগ ফিরিয়ে এনেছিলেন। আবেদ, পরহেযগার, খোদাভীরু এবং ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদতুল্য। তাঁর শাসনামলে কোন অভাবী মানুষ ছিলো না।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি একজন মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদ ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনিই সরকারীভাবে হাদীস সংকলন এবং পুস্তক আকারে বিন্যস্ত করেন।

যাঁদের থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ সাহাবী আনাস ইবনে মালেক, ওকবা ইবনে আমের, সায়েব ইবনে ইয়াযিদ, খাওলা বিনতে হাকীম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম,তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, ইবরাহিম ইবনে আব্দুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমূখ।

মৃত্যু ঃ ১০১ হিজরীতে ৪০ বছর বয়সে হেমস শহরের দীরে সুমআন নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৫/৫৬৬, ২. তাহযীবুল কামাল ৭/৫১৪, ৩. তাযকিরা ১/৮৯, ৪. আততারীখুল কাবীর ৬/৩২, ৫. তাহযীবুত তাহযীব ৬/৮১।

৯. মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি

উপনাম- আবু বকর।
পিতার নাম- সিরীন।
মাতার নাম- সাফিয়া।
তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী।
জন্ম ঃ তিনি ৩৩ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন।
দাসত্ব থেকে মুক্তি ঃ মুহাম্মদ ইবনে সিরীনের মা সাফিয়্যা হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দাসী ছিলেন। ইবনে সিরীনের প্রথম জীবন দাসত্বের ভিতর দিয়েই কাটে। পরবর্তীতে আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তিনি আযাদ হন।
গুণাবলী ঃ ইবনে সিরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছয় ভাই-বোন ছিলেন। তাঁরা সকলেই নির্ভরযোগ্য এবং প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। ফেকাহ এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিলো। স্বপ্নের ব্যখা প্রদানে তিনি বিশেষ এলেমের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহর ভয় তাঁর মধ্যে এতো বেশী ছিলো যে, মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো। খাল্‌ফ ইবনে হিশাম বলেন- আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ ইবনে সিরীনকে এমন উত্তম চরিত্র ও বিনয় দান করেছিলেন যে, তাঁকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হতো।
হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ তিনি আনাস, ইবনে ওমর, আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।
মৃত্যু ঃ ইবনে সিরীন রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭৭ বছর বয়সে ১১০ হিজরী ৯ শাওয়াল ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-
১. সিয়ার ৫/৪৭৫, ২. তাহযীবুল কামাল ৯/২৪, ৩. তাযকিরা ১/৬২, ৪. আততারীখুল কাবীর ১/৯৪, ৫. তাহযীবুত তাহযীব ৭/২০০, ৬. হিলইয়া ১/১৫৬।

১০. হযরত মাসরুক রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- মাসরুক।

উপনাম- আবু আয়েশা।

পিতার নাম-আল-আজদা।

তিনি একজন প্রথম সারির তাবেয়ী।

মাসরুক নামের কারণ ঃ শিশুকালে একবার তিনি চুরি হয়ে গিয়েছিলেন। একারণে তিনি মাসরুক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ঃ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তাঁর সাক্ষাত লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নি।

গুণাবলী ঃ তিনি ফেকাহ্ এবং হাদীস শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্বের অধিকারী ছিলেন। ইজলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী, নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদ এবং ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ঐসব শাগরেদদের অন্যতম ছিলেন যাঁরা কুরআন মজীদ শিক্ষা দিতেন এবং ফতোয়া প্রদান করতেন। তিনি অধিক ইবাদতগুযার ছিলেন। তাঁর স্ত্রী বর্ণনা করেন- তিনি এতো দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে , তাঁর পা অবশ হয়ে যেতো। তিনি আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে নমায আদায় করেছেন এবং ওমর ও ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার সঙ্গে সাক্ষাত লাভ করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশির বলেন- বসরার শাসনকর্তা তাঁকে ৩০ হাজার দেরহাম হাদিয়া দিয়েছিলেন। প্রয়োজন থাকা স্বত্বেও তিনি তা গ্রহণ করেননি।

তিনি যাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, মুয়ায ইবনে জাবাল, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সহ অনেক সাহাবী থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ এই মহান মনীষী ৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৫/৯৪, ২. তাহযীবুল কামাল ৯/৫৮৬, ৩. আততারীখুল কাবীর ৭/৩৪৬, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ৮/১৩৩, ৫. হিলইয়া ১/৫৫৬।

১১. হযরত নাফে রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- নাফে ।

উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ, আল-মাদানী ।

পিতার নাম- সারজিস ।

তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আযাদকৃত গোলাম এবং শীর্ষস্থানীয় একজন তাবেয়ী ।

আযাদপূর্ব জীবন ঃ নাফে রহমাতুল্লাহি আলাইহি দীর্ঘ তিরিশ বছর ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেদমত করেছেন । ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একদিন তাঁকে ত্রিশ হাজার দিরহাম প্রদান করলে তিনি এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, এই সম্পদ আমকে ফেতনায় ফেলতে পারে । এরপর ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মুক্ত করে দেন । ক্রীতদাসদের মধ্যে যাঁরা মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছিলেন তিনি তাদের শীর্ষে ।

গুণাবলী ঃ তিনি একজন বিশষ্ট মুহাদ্দিস এবং ফেকাহবিদ ছিলেন । সেকাহ রাবীদের মধ্যে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন । ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- আমি যখন নাফের সূত্রে ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস শ্রবণ করতাম তখন অন্য কারো নিকট শোনার প্রয়োজন বোধ করতাম না । তাঁর সেকাহ এবং বিশুদ্ধতম হওয়ার ক্ষেত্রে সকলেই একমত পোষণ করেছেন । ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

মালেক আন নাফে আন ইবনে ওমর) হলো বিশুদ্ধতম সনদ ।

যাঁদের থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আবু হুরাইরা, আবু সাঈদ খুদরী, আয়েশা, রাফে ইবনে খাদিজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সহ অনেক সাহাবী থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন । এবং অনেক রাবী তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন ।

মৃত্যু ঃ ১১৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন ।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৫/৫৫৪, ২. তাহযীবুল কামাল ১০/২৫৯, ৩. তাযকিরা ১/৭৬, ৪. আততারীখুল কাবীর ৭/৩৮৮, ৫. তাহযীবুত তাহযীব ৮/৪৬৬ ।

১২. হযরত শা'বী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- আমের ।

উপনাম- আবু আমর ।

পিতার নাম- শারাহীল ।

তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন ।

জন্ম ঃ তিনি ১৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন ।

গুণাবলী ঃ তিনি একজন ইমাম এবং হাফেজে হাদীস ছিলেন । অসংখ্য সাহাবী থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন । তিনি নিজেই বর্ণনা করেন- আমি পাঁচশত সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছি । আমি কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিনি । বরং সব হাদীস মুখস্থ করে রেখেছি । ফেকাহ্ শাস্ত্রে তাঁর গভীর দখল ছিলো । মাকহুল বলেন- আমি শাবী থেকে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি । তিনি একসময় কূফার গভর্ণরও ছিলেন ।

যাঁদের থেকে রেওয়ায়েত করেছেন ঃ হযরত আলী, আবু হুরাইরা, ইবনে আব্বাস, আয়েশা ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম প্রমূখ সাহাবী থেকে তিনি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন । ইমাম আবু হানিফা সহ অনেক রাবী তাঁর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন ।

মৃত্যু ঃ ১০৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন । মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮২ বছর ।

....

তথ্যসূত্র-
১. সিয়ার ৫/২৬২, ২. তাহযীবুল কামাল ৫/১৩৯, ৩. তাযকিরা ১/৬৩, ৪. আততারীখুল কাবীর ৬/২৪১, ৫. তাহযীবুত তাহযীব ৪/১৫৬ ।

১৩. উরওয়া ইবনে যুবায়ের রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- উরওয়া।
উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ।
পিতার নাম- যুবাইর।
মাতার নাম- আসমা বিনতে আবু বকর।
তিনি শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী ও মদীনার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন।
জন্ম- ২৩ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
গুণাবলী ঃ মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফকীহদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নাতী অর্থাৎ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার বোনের ছেলে হওয়ার সুবাদে তিনি আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে সা'দ বলেন- তিনি সেকাহ, অধিক হাদীস বর্ণনাকারী, ফেকাহবিদ এবং গভীর এলেমের অধিকারী ছিলেন।
তিনি যাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ পিতা যুবাইর, মাতা আসমা বিনতে আবু বকর, খালা আয়েশা, হযরত আলী, আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সহ অনেক সাহাবা থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন।
মৃত্যু ঃ তিনি ৯১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-
১. সিয়ার ৫/৩৪৭, ২. তাহযীবুল কামাল ৭/১১২, ৩. তাযকিরা ১/৫০, ৪. আততারীখুল কাবীর ৬/৩৩৯, ৫. তাহযীবুত তাহযীব ৫/৫৪৫, ৬. হিলইয়া ২/৭০।

১৪. হযরত আ'মাশ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- সুলায়মান।

উপাধি- সাইয়েদুল মুহাদ্দিসীন

জন্ম ঃ তিনি ৬০ হিজরীতে রাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃতদাস ছিলেন। বনূ কাহেলের একলোক তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করেন।

গুণাবলী ঃ তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু, দুনিয়াবিমূখ, ফকীহ, বিশিষ্ট কারী এবং বড় মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। সমসাময়িক কালে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলো না। হযরত ওয়াকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- তিনি এমন আবেদ ছিলেন, সত্তর বছরে কোনদিন তাঁর জামাতে তাকবীরে উলা ফওত হয়নি।

বহু সংখ্যক রাবী তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মৃত্যু ঃ ১৪৮ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৬/৪৪৫, ২. তাহযীবুল কামাল ৪/৪১৮, ৩. তাযকিরা ১/১১৬, ৪. আততারীখুল কাবীর ৪/৫১, ৫. তাহযীবুত তাহযীব ৩/৫০৬।

১৫. সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- সুফিয়ান।

উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ আল-কূফী।

পিতার নাম- সাঈদ।

নেসবতী নাম- সাওরী।

তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তাবে-তাবেয়ী।

জন্ম ঃ তিনি ৯৯ মতান্তরে ৯৭হিজরীতে সুলায়মান ইবনে আব্দুল মালেকের খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন।

গুণাবলী ঃ জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন মুসলমানদের ইমাম। তিনি একজন মুত্তাকী, হাফেজে হাদীস ছিলেন। তাঁর মেধাশক্তি ছিল প্রখর। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন–

আমি এগারশত ওস্তাদ থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি, কিন্তু সুফিয়ান থেকে উত্তম কারো থেকে বর্ণনা করিনি। শুবা বলেন- সুফিয়ান হলেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস।

যাঁদের থেকে তিনি রেওয়ায়েত করেছেন ঃ সুফিয়ান সাওরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যাঁদের থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্যেখযোগ্য কয়েকজন হলেন- তাঁর পিতা সাঈদ, আবু ইসহাক শায়বানী, আব্দুল্লাহ ইবনে উমায়ের, সালামা ইবনে কুহাইল, আ'মাশ, মুগীরাহ, হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান, আমর ইবনে মুররাহ ও হেশাম ইবনে উরওয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমূখ।

মৃত্যু ঃ তিনি ১৬১ হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৭/১৬৬, ২. তাহযীবুল কামাল ৪/২৫৩, ৩. তাযকিরা ১/১৫১, ৪. আততারীখুল কাবীর ৪/৯৫, ৫. তাহযীবুত তাহযীব ৩/৩৯৭, ৬. হিলইয়া ৫/২৮৩।

১৬. হাম্মাদ ইবনে সালামাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- হাম্মাদ।

পিতার নাম- সালামাহ।

গুণাবলী ঃ হাম্মাদ ইবনে সালামাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি কারী, ফকীহ, অধিক কুরআন তেলাওয়াতকারী এবং বিদআতের ব্যপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। আফ্‌ফান বলেন- কুরআন তেলাওয়াত, দান-খয়রাত এবং আল্লাহর ওয়াস্তে আমল করার ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে যত্নবান আর কাউকে দেখিনি। কেরাত, তাসবীহ, হাদীস বর্ণনা অথবা নামাজ এগুলোতে তিনি সর্বদা লিপ্ত থাকতেন। বসরার সবচেয়ে বড় মুফতি ছিলেন তিনি। কারো মতে তিনি আবদাল ছিলেন। আবদালের আলামত হলো সন্তনাদি না হওয়া। তিনি পর্যায়ক্রমে সত্তর জন মহিলাকে বিবাহ করেছেন কিন্তু কোন সন্তান হয়নি। ইবনুল মাদীনী বলেন- হাম্মাদের বিরুদ্ধে কেউ লেগে থাকলে তার মুসলমান হওয়ার ব্যপারে সন্দেহ আছে।

মৃত্যু ঃ ১৬৭ হিজরীতে এই মহামনীষী ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৭/৩১৫, ২. তাহযীবুল কামাল ৩/১১০, ৩. তাযকিরা ১/১৫১, ৪. আততারীখুল কাবীর ৩/২৪, ৫. তাহযীবুত তাহযীব ২/৪২৩, হিলইয়া ৫/১৬৮।

১৭. রবীআতুর রায়

নাম- রবীআ।

উপাধি- আবু ওসমান।

পিতার নাম- আবু আব্দুর রহমান ফাররুখ।

তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী। ইজতেহাদ এবং কিয়াসের প্রতি বেশী মনোনিবেশ থাকায় তিনি 'রবীআতুর রায়' নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

গুণাবলী ঃ রবীআতুর রায় রহমাতুল্লাহি আলাইহি বেশ ক'জন সাহাবীর সংস্পর্শ পেয়েছেন। তিনি মদীনার শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তাবেয়ীদের বড় ইমাম ছিলেন। ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহ আরও বিখ্যাত মনীষী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং আরও বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

মনীষীদের দৃষ্টিতে ঃ আব্দুল আযীয ইবনে মাজিশুন বলেন– রবীআর চেয়ে অধিক হাদীস মুখস্থকারী কাউকে দেখিনি। ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে সেকাহ রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সারওয়ার ইবনে আব্দুল্ল-াহ বলেন- আমি রবীআতুর রায়ের চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।

মৃত্যু ঃ ১৩৬ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৬/৩৪৩, ২. তাহযীবুল কামাল ৩/৪৮২, ৩. তাযকিরা ১/১১৮, ৪. আততারীখুল কাবীর ৩/২৪৯, ৫. তাহযীবুত তাহযীব ৩/৮৩, ৬. হিলইয়া ২/৩২।

সিহাহ সিত্তার মুসান্নিফ

১. ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- মুহাম্মদ

উপনাম- আবু আব্দুল্লাহ।

উপাধি-আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীস, নাশিরুল মাওয়ারিসীল মুহাম্মদীয়া।

পিতার নাম- ইসমাঈল।

পূর্ণ নাম- আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী।

জন্মস্থান বুখারার দিকে নিসবত করে ইমাম বুখারী নামেই তিনি বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

জন্ম ঃ ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল মুতাবেক ১৯ জুলাই ৮০৯ খৃষ্টাব্দে জুমার নামাজের পর বুখারায় (বর্তমান রাশিয়ায়) জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব ঃ ছোট বেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের হাতেই তিনি লালিত-পালিত হন এবং প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর পিতা একজন বড় মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ ছিলেন। প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তবে তাঁর সম্পদে হারামের সামান্যতম সন্দেহও ছিলো না। শিশু বয়সে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। এতে তাঁর মা অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর মা একদিন স্বপ্নে দেখেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এসে বলছেন- 'তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে।' ঘুম থেকে জেগে দেখেন সত্যি সত্যি পুত্র মুহাম্মদের চোখ ভালো হয়ে গেছে।

শিক্ষাজীবন ঃ মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি কুরআন হেফজ করেন। তারপর দশ বছর বয়স থেকে তাঁর মনে হাদীস মুখস্থ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তখন তিনি হেজাযে ছয় বছর অবস্থান করে সেখানের মনীষীদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি কূফা, বসরা, বাগদাদ, মিশর ও সিরিয়া ভ্রমণ করেছেন।

তাঁর উস্তাদগণের সংখ্যা ঃ তিনি এক হাজার আশিজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

তাঁর ছাত্রসংখ্যা ঃ তাঁর থেকে ৯০ হাজার ছাত্র বুখারী শরীফের দরস গ্রহণ করেছেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রে ছিলেন

প্রবাদ পুরুষ। কুরআন-হাদীসের সঠিক মর্ম অনুধাবন, ইজতিহাদের ক্ষমতা, উন্নত মানসিকতা প্রভৃতিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলো না। হাদীস ও ইতিহাস শাস্ত্রে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। তিনি অত্যান্ত পরহেযগার, লজ্জাশীল এবং সাহসী মানুষ ছিলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিলো না।

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী ঃ ইবনে খুযায়মা বলেন- আমি ইমাম বুখারীর চেয়ে দুনিয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের বড় জ্ঞানী এবং তাঁর মতো হাদীস মুখস্থকারী কাউকে দেখিনি। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- ইমাম বুখারী এই উম্মতের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে এতো বেশী ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন যে, একদিন তিনি ইমাম বুখারীকে লক্ষ করে বললেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি পৃথিবীতে আপনার মতো কেউ নেই। একবার তিনি ইমাম বুখারীর কপালে চুমো খেয়ে বললেন- হে মহান ওস্তাদ! মুহাদ্দিসগণের সম্রাট এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিতে হাদীসের ডাক্তার! আমাকে সুযোগ দিন আমি আপনার পা চুম্বন করবো।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারীর বিস্ময়কর অবদান হলো বুখারী শরীফ রচনা। তিনি ছয়লক্ষ হাদীস থেকে বহু যাচাই-বাছাই করে ৯৮টি অধ্যায় এবং ৩৪৫০টি অনুচ্ছেদে মাত্র ৭২৭৫ টি হাদীস বুখারী শরীফে লিখেছেন। কা'বা শরীফ এবং মাকামে ইবরাহিমের মধ্যস্থল এবং রওযা শরীফ ও মসজিদে নববীর মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে বসে মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি কালজয়ী গ্রন্থ বুখারী শরীফ রচনা করেন। প্রত্যেক হাদীস লেখার পূর্বে তিনি গোসল করে দুরাকাত নফল নামায, ইস্তেখারা এবং পূর্ণরূপে তাহকীক করে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। বুখারী শরীফের পূর্ণ নাম- আল জামিউস সহীহ আল মুসনাদু মিন হাদীসী রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী। এছাড়াও তিনি অনেক কিতাব রচনা করেছেন।

ইমাম বুখারীর মাযহাব ঃ ইমাম বুখারী কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এ নিয়ে মতভেদ আছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো তিনি বিশেষ কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। বরং মুজতাহিদে মতলক ছিলেন।

মৃত্যু ঃ প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২৫৬ হিজরীর ১শাওয়াল ঈদুল ফিতরের রাতে খরতং নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২বছর।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ১০/২৭৩, ২. তাহযীবুল কামাল ৮/৫৫২, ৩. তাযকিরা ২/১০৪, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ৭/৪১।

২. ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- মুসলিম।

উপনাম- আবুল হুছাইন।

উপাধি- আসাকিরুদ্দিন।

পিতার নাম- হাজ্জাজ।

পুর্ণ নাম-আবুল হুছাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশাইরী।

জন্ম- তিনি খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নিশাপুরে ২০২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

শিক্ষাজীবন ঃ ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি পিতার নিকট প্রথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর চৌদ্দ বছর বয়সে হাদীসের দরসে বসা শুরু করেন। সে সময় নিশাপুর ছিল হাদীস চর্চার কেন্দ্র। তিনি নিশাপুরে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলীর মজলিশে যোগদান করেন। এরপর ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিশাপুরে আগমন করলে তাঁর মজলিশে যোগদান করেন। প্রখর মেধা এবং হাদীসের প্রতি গভীর আগ্রহের কারণে অল্প সময়ে তিনি ওস্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

ইলমী সফর ঃ হাদীস অর্জনের নেশায় তিনি মদীনা, ইরাক, ইয়ামেন, সিরিয়া, মিশর এবং সবচেয়ে বেশী বাগদাদ সফর করেছেন। এসব অঞ্চলের মনীষীদের কাছ থেকে হাদীসের ইলম অর্জন করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, কা'নবী, কুতায়বা ইবনে সাঈদ প্রমূখ মনীষী তাঁর ওস্তাদের মধ্যে অন্যতম।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহির শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো মুলিম শরীফ রচনা। দীর্ঘ ১৫ বছরের সাধনার পর ৩ লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করে সহীহ হাদীসের ভাণ্ডার এই কিতাবটি তিনি লিখেছেন। তাকরারসহ ১২,০০০ (বারো হাজার) এবং তাকরার ছাড়া এতে ৪০০০ (চার হাজার) হাদীস স্থান পেয়েছে।

মুসলিম শরীফের মাকাম ঃ সর্বসম্মতভাবে বুখারী শরীফের পরই মুসলিম শরীফের অবস্থান। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বুখারীর চেয়েও মুসলিম শরীফ এগিয়ে আছে। মুসলিম শরীফ ছাড়াও তিনি আরো অনেক কিতাব রচনা করেছেন।

ইমাম সাহেবের মাযহাব ঃ ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাব নিয়ে নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তাঁর নির্দিষ্ট কোন মাযহাব ছিলো না। নবাব ছিদ্দিক হাছান তাঁকে শাফিউল মাযহাব বলে উল্লেখ করেছেন। তবে অনেকের মতে তিনি মুজতাহিদে মতলক ছিলেন।

মৃত্যুর কারণ ঃ হাদীসের কোন দরসে একটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার সঠিক জবাব দিতে পারেননি। ঘরে পৌঁছে তিনি হাদীস সংগ্রহে এতবেশী মনযোগ দেন যে, পাশে রাখা খেজুরের টুকরী থেকে অবচেতন মনে একটা একটা করে সব খেজুর খেয়ে ফেললেন। খাওয়া শেষ হলে হাদীসটিও পেয়ে যান। কিন্তু অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে তিনি তখন ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুর তারিখ ঃ ২৫৯ বা ২৬১ হিজরী রোববার সন্ধ্যায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-
১. সিয়ার ১০/৩৮১, ২. তাহযীবুল কামাল ৯/৬০৪, ৩. তাযকিরা ২/১২৫, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ৮/১৫০।

৩. ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- মুহাম্মদ।

কুনিয়ত- আবু ঈসা।

পিতার নাম-ঈসা।

পূর্ণ নাম- আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী।

জন্মভুমি তিরমিযের দিকে সম্বোধন হয়ে তিনি তিরমিযী নামেই অধিক পরিচিত।

জন্ম ঃ ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ২০৯ হিজরীতে বর্তমান তাজাকিস্তানের তিরমিয নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন ঃ তিরমিয শহরেই তিনি প্রথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর এলমে হাদীসের গভীর জ্ঞানের জন্য কূফা, খুরাসান, মিশর, শাম, ইরাক ও হিজায সফর করেন। তিনি ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহির স্নেহভাজন ছাত্র ছিলেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সম্পর্কে বলেন- আমি তোমার থেকে যতটুকু উপকৃত হতে পেরেছি তুমি আমার থেকে ততটুকু উপকৃত হতে পারো নি। ইমাম বুখারী ছাড়াও অনেক ওস্তাদ থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন।

গুণাবলী ও অসাধারণ মেধাশক্তি ঃ তিন যেমন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন তেমনি বিশিষ্ট ফকীহও ছিলেন। মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন। আল্লাহর ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। মেধা ও স্মরণ শক্তির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রবাদ পুরুষ। দৃষ্টিশক্তি হারানোর পর তিনি হজের সফরে যাচ্ছিলেন। একস্থানে এসে নিজে মাথা নিচু করে সাথীদেরকেও মাথা নিচু করতে বলেন। এতে সবাই আশ্চর্য হয়ে কারণ জানতে চাইল। তিনি বললেন- এখানে কি কোন গাছ নেই? যার একটি ডাল পথের উপর ঝুলে পড়েছে? সবাই বললেন না! এখানে এমন কোন গাছ নেই। তিনি ভীত হয়ে বললেন, তোমরা ঘটনাটি ভালো করে যাচাই করে দেখো! কারণ আমি অনেকদিন আগে এখান দিয়ে সফর করছিলাম। তখন একটি গাছের ডাল এমনভাবে ঝুলে ছিল যে, মাথা নিচু করা ছাড়া এখান দিয়ে অতিক্রম করা যেতো না। মনে হয় গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে। এমন না হলে এর অর্থ হলো আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। সুতরাং আমি আর হাদীস বর্ণনা করবো না। পরবর্তীতে খবর নিয়ে জানা গেলো ঘটনা এমনই ছিলো। এধরনের আরো অনেক নজীর তাঁর জীবনে পাওয়া যায়।

তিরমিযী শরীফ ঃ ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অনবদ্য কর্ম হলো 'তিরমিযী শরীফ' সংকলন। ৩৮১২টি হাদীস একিতাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। সকল মুহাদ্দিসের মতে এটি বিশুদ্ধ হাদীসের কিতাব। এতে কোন জাল বা মওযু হাদীস নেই। তবে জয়ীফ হাদীস আছে। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে সিহাহ সিত্তার মাঝে এর স্থান ৫ম। তাঁর দরসে হাজার হাজার ছাত্রের সমাগম হতো। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ৯০ হাজার মুহাদ্দিস তাঁর থেকে তিরমিযী শরীফ শ্রবণ করেছেন।

ইন্তেকাল ঃ ইমাম তিরমিযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ৭০ বছর বয়সে ২৭৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ১০/৬০৪, ২. তাহযীবুল কামাল ৯/২৫৭, ৩. তাযকিরা ২/১৫৪, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ৭/৩৬৪।

৪. ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- সুলায়মান।

কুনিয়ত- আবু দাউদ। এনামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

পিতার নাম- আশআছ।

পূর্ণ নাম-আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ সিজিস্তানী।

জন্ম- ২০২ হিজরী ৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা অর্জন ঃ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি দশ বছর বয়সে নিশাপুরের একটি মাদরাসায় হাদীসের এলম অর্জন শুরু করেন। এরপর হাদীস সংগ্রহের নেশায় কূফা, বাগদাদ, মিশর, শাম, হিসাম ও ইরাকের বিভিন্ন এলাকা সফর করেছেন। আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন, কুতাইবা ইবনে সাঈদ, ওসমান ইবনে আবি শায়বা প্রমূখ মুহদ্দিস থেকে তিনি এলম অর্জন করেন।

সুনানে আবু দাউদ ঃ ইমাম আবু দাউদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির হাদীস বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি হলো 'সুনানে আবু দাউদ' রচনা। সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে তৃতীয় স্তরে স্থান পেয়েছে এই কিতাব। দীর্ঘ বিশ বছরে তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে নির্বাচন করে ৪৮০০ (চারহাজার আটশত) হাদীস এতে উল্লেখ করেছেন। এর সমস্ত হাদীস মুহাদ্দিসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। ফিক্বহী তারতীবে এটি লেখা হয়েছে।

মৃত্যু ঃ ২৭৫ হিজরীতে ১৬ই শাওয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ১০/৫৫৯, ২. তাহযীবুল কামাল ৪/৩৪৩, ৩. তাযকিরা ২/১২৫, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ৩/৪৫৭।

৫. ইমাম নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম-আহমাদ ।

উপনাম- আবু আব্দুর রহমার ।

পিতার নাম- শুয়াইব ।

পূর্ণ নাম- আবু আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব আন- নাসায়ী ।

জন্ম ঃ বিশুদ্ধমতে ২১৫ হিজরীতে খুরাসানের নাসা এলাকায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন ।

শিক্ষাজীবন ঃ ইমাম নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মাত্র ১৫ বছর বয়সে ইলম অর্জনের পিপাসায় বাগলান, মিশর ও দামেস্কসহ বিভিন্ন শহর সফর করেন । ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, মুহাম্মদ ইবনে নসর, আলী ইবনে হাজার প্রমূখ যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছ থেকে তিনি এলেম অর্জন করেছেন । তাঁর মেধাশক্তি ছিলো প্রখর । জীবনের সিংহভাগ সময় তিনি হাদীস সংগ্রহের কাজে ব্যয় করেছেন ।

নাসায়ী রহ. এর মর্যাদা ঃ হাকীম আবু আলী নিশাপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- প্রসিদ্ধ চারজন হাফেজে হাদীসের মধ্যে তিনি অন্যতম একজন । তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু এবং পরহেযগার ছিলেন । হাদীস সম্পর্কে তিনি বহু মুল্যবান কিতাব লিখেছেন ।

মাযহাব ঃ কারো দাবী তিনি মুজতাহিদ ছিলেন । কারো মতে ইমাম নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন । তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন ।

সুনানে নাসায়ী ঃ ইমাম নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহির অমর কীর্তি হলো 'আস-সুনানুস সুগরা' যা সুনানে নাসায়ী নামে প্রসিদ্ধ । সিহাহ সিত্তার ৫ম স্তরে নাসায়ী শরীফের স্থান । ইমাম নাসায়ী এই কিতাব লেখার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহির রীতি অনুসরণ করেছেন । তিনি বলেন- আমি সুনানে সুগরা (নাসায়ী শরীফ) এর মধ্যে যতগুলো হাদীস এনেছি তার সবগুলোই সহীহ । একারণেই অনেকের মতে নাসায়ী শরীফ সিহাহ সিত্তার বিন্যাসে তৃতীয় স্থানের মর্যাদা রাখে ।

নির্যাতন ভোগ ঃ ইমাম নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগে খারেজীরা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিল । তিনি তখন 'খাছায়েছে আলী' নামে আলী ও প্রিয় নবীর খান্দানের প্রশংসায় একটি

কিতাব লেখেন। তারপর দামেস্কের জামে মসজিদে এ গ্রন্থ পাঠ করে শুনান। তৎকালীন শাসক বনূ উমাইয়াদের কোন প্রশংসা সে গ্রন্থে না থাকায় তিনি রোষানলে পড়ে প্রহৃত হন। সেই মারের আঘাতে তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত হন।

মৃত্যুর তারিখ ঃ মারাত্মক আহত হওয়ার পর ওসিয়্যত অনুযায়ী তাঁকে মক্কায় পৌঁছানো হলে সেখানে তিনি ৩০৩ হিজরীতে ৮৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ১০/১৯৯, ২. তাহযীবুল কামাল ১/১০৫, ৩. তাযকিরা ২/১৯৪, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ১/৬৭।

৬. ইমাম ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- মুহাম্মদ।
কুনিয়ত- আবু আব্দুল্লাহ।
পিতার নাম- ইয়াযিদ।
পূর্ণ নাম- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ কাযবীনী। উর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ 'মাজাহ' এর দিকে সম্বোধন করে তাঁকে ইবনে মাজাহ বলা হয়।

জন্ম ঃ ২০৯ হিজরী মুতাবেক ৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইমাম ইবনে মাজাহ কাযবীন শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা অর্জন ঃ সে সময় কাযবীন শহরটি ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সেখানেই তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট হাদীসের ইলম অর্জ করেন। আবু হাজার বাজালী, আবু সুলায়মান কাযবীনী, আবুল হাসান তানাফেসী প্রমূখ ছিলেন তাঁর ওস্তাদ। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি ইরাক, বসরা, কূফা, মক্কা, সিরিয়া, মিশর, বাগদাদ, খুরাসান, হিজাযসহ অনেক এলাকা সফর করেছেন।

মাযহাব ঃ ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাব নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে হাম্বলী এবং কাশ্মিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী

ছিলেন। আবার কেউ বলেন- তিনি মুজতাহিদ ছিলেন; কারো মত অনুসরণ করতেন না।

সুনানে ইবনে মাজাহ ঃ ইমাম ইবনে মাজাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি হলো ইবনে মাজাহ শরীফ সংকলন। সিহাহ সিত্তার মাঝে ইবনে মাজাহ শরীফের স্থান ষষ্ঠতম। এই কিতাবের বৈশিষ্ট হলো, এতে কোন হাদীস তাকরার হয়নি। এবং সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাবে এর হাদীসসমূহ উল্লেখ হয়নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইবনে মাজাহর মূল্যায়ন অনেক বেশী। কিন্ত জয়ীফ হাদীসের সংখ্যা অন্যান্য কিতাবের তুলনায় বেশী হওয়ায় সিহাহ সিত্তায় তার স্থান সবার পরে। ইবনে মাজাহর হাদীসের সংখ্যা হলো ৪০০০ (চার হাজার)।

মৃত্যু ঃ তিনি ২৭৩ হিজরী মুতাবেক ৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ১০/৬১০, ২. তাহযীবুল কামাল ৯/৪৩৫, ৩. তাযকিরা ২/১৫৫।

চার মাযহাবের চার ইমাম

১. ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম-নুমান।

উপনাম- আবু হানিফা।

উপাধি- ইমাম আযম।

পিতার নাম- সাবিত।

পূর্ণ নাম-আবু হানিফা নুমান ইবনে সাবেত ইবনে যুত্বাহ আল-কূফী।

জন্ম- তিনি ৮০ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন ঃ ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রথমে ইলমে কালাম শিক্ষা করেছিলেন। সে সময় তাঁকে ইলমে কালামের ইমাম বলা হতো। তারপর ফিকাহ শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মানের নিকট ১৮ বছর ফেকাহ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট হাদীসের ইলম অর্জন করেন। ইরাক, বসরা, মক্কা, মদীনা প্রভৃতি শহরে তিনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করেছেন। তাঁর ওস্তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজারের মতো।

বৈশিষ্টাবলী ঃ তিনি ছিলেন তাবেয়ী। সাহাবী আনাস ইবনে মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট ছিল কুরআন-হাদীসের দলীলের পাশাপাশি ইলমে ফেকাহকে যুক্তির আলোকে ঢেলে সাজানো। যার ফলে হানাফী মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা বেশী। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু, আবেদ, আমানতদার ছিলেন। ৪০ বছর ইশার ওযু দিয়ে ফজরের জামাত আদায় করেছেন। খালীফা মনসুর ইমাম আযমকে প্রধান কাজীর দায়িত্ব নেয়ার জন্য চাপাচাপি করার পরও তিনি দায়িত্ব নেননি। অবশেষে জগদ্বিখ্যাত ইমামকে করাগারে বন্দী করা হয়।

ফেক্বাহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান ঃ সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফেকাহ শাস্ত্রের সবচেয়ে বড় ইমাম ছিলেন। তিনিই ফেকাহ শাস্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই জন্য তাঁকে ফেকাহ শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তাঁর উদ্ভাবিত মাযহাবের নাম হানাফী। ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- ফেকাহ শাস্ত্রে সকলেই ইমাম আবু হানিফার পরিবারভূক্ত।

মৃত্যু ঃ কারাগারে আটক অবস্থায় তাঁকে বিষপান করানো হয়। সেই বিষক্রিয়ায় ১৫০ হিজরীর রজব মাসে তিনি বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৬/৫৬৩, ২. তাহযীবুল কামাল ১০/৩০৯, ৩. তাযকিরা ১/১২৬, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ৮/৫১৬, ৫. বিদায়া ১০/৯৩।

২. ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- মুহাম্মদ।

উপনাম-আবু আব্দুল্লাহ।

পিতার নাম-ইদ্রীস।

নিসবতী নাম- শাফেয়ী।

পুর্ণ নাম- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী।

জন্ম– ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের দিন ১৫০ হিজরীতে আসকালান মতান্তরে মদীনায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পূর্বপুরুষ ওসমান ইবনে শাফে এর নামানুসারে তাঁকে শাফেয়ী বলা হয়।

শিক্ষাজীবন ঃ সাত বছর বয়সে তিনি কুরআন শরীফ হিফজ করেন এবং মুয়াত্তা মালেক মুখস্থ করে ফেলেন। এরপর ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে বাগদাদ, মিশর, মক্কা ও মদীনা শরীফ সফর করেন। মাত্র ১৫বছর বয়সে তৎকালীন আলেমগণ তাঁকে ফতোয়া প্রদানের অনুমতি দান করেন। তিনি ইমাম মালেক এবং ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহির খেদমতে দীর্ঘদিন ইলম অর্জন করেছেন।

বৈশিষ্টাবলী ঃ ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন জগদ্বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁর গভীরতা ছিলো অনেক বেশী। আহলে সুন্নাত ওয়াল-জামাতের তিনি দ্বিতীয় ইমাম। তাঁর অনুসারীদের শাফেয়ী বলা হয়।

মৃত্যু *ঃ* ২০৪ হিজরীতে তিনি মিশরে ইন্তেকাল করেন। মিশরেই তাঁকে দাফন করা হয়।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৮/৩৭৯, ২. তাহযীবুল কামাল /৫১৮, ৩. তাযকিরা ১/২৬৫, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ৭/২৪, ৫. হিলইয়া ৬/২০৫।

৩. ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- মালেক।

উপনাম-আবু আব্দুল্লাহ।

পিতার নাম-আনাস।

পুর্ণ নাম- আবু আব্দুল্লাহ মালেক ইবনে আনাস আল-আছবাহী।

জন্ম- ৯৪ মতান্তরে ৯৫ হিজরীতে তিনি মদীনায় জন্মগ্রহণ করেন।

জ্ঞানার্জন ঃ ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহির মেধাশক্তি ছিল প্রখর। তিনি বলেন- আমি যা মুখস্থ করেছি তা কখনো ভুলিনি। অভাব-অনটনের ভিতর দিয়ে তিনি ইলম অর্জন করেছেন। সে সময় জ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্র মদীনায় তিনি জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান। মদীনার বিভিন্ন মনীষীদের সীনার ইলম তিনি সঞ্চয় করেছিলেন বিধায় তাঁকে ইমামু দারুল হিজরত বলা হয়। তাঁর ওস্তাদের সংখ্যা ছিলো নয় শতেরও বেশি। যায়েদ ইবনে আসলাম, ইমাম যুহরী, আইয়্যুব সাখতিয়ানী প্রমূখ ছিলেন তাঁর বিশিষ্ট ওস্তাদ।

তাঁর অবদান ঃ হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহির বড় অবদান হলো মুয়াত্তা মালেক রচনা করা। প্রথম পর্যায়ে লিখিত হাদীসের কিতাব এটি। ফিকহী তরতীবে লেখা এই কিতাবে ৫০০ হদীস স্থান পেয়েছে। হাদীস বিষয়ক গ্রন্থের ভিতর এটি একটি বুনিয়াদি গ্রন্থ। তিনি আজীবন মদীনাতেই ছিলেন। মসজিদে নববীতে বসে দরস দিতেন।

হাদীসের প্রতি আদব ঃ মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি দরস দিতে শুরু করেন। হাদীসের দরস দেয়ার পুর্বে ওযু বা গোসল করতেন। এরপর উত্তম পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি মেখে দরস শুরু করতেন। একবার হাদীসের দরস দেয়ার সময় বিচ্ছুর ১০বার দংশনে যন্ত্রণাকাতর হওয়ার পরও হাদীসে রাসুলের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে দরস বন্ধ করেন নি। রাসুলে কারীম রহমাতুল্লাহি আলাইহির দেহ মুবারক মদীনায় থাকার কারণে তিনি কোনদিন মদীনা শরীফে ঘোড়ায় চড়েন নি। একেবারে অপারগ না হওয়া পর্যন্ত মদীনার মাটিতে পেশাব-পায়খানা করতেন না। প্রয়োজন পুরা করার জন্য তিনি শহরের সীমানার বাইরে চলে যেতেন।

মৃত্যু ঃ ইমাম মালেক রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৭৯ হিজরীর ১১ বা ১৪ রবিউল আওয়াল ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৭/৩৬১, ২. তাহযীবুল কামাল ৯/৪৫৫, ৩. তাযকিরা ১/১৫৪, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ৮/৬।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলাইহি

নাম- আহমদ ।

উপনাম-আবু আব্দুল্লাহ ।

পিতার নাম- মুহাম্মদ ।

দাদার নাম-হাম্বল অনুসারে তাঁকে হাম্বলী বলা হয় ।

পুর্ণনাম-আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী ।

জন্ম- ১৬৪ হিজরীতে তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন ।

শিক্ষা অর্জন ঃ ইলমের শহর বাগদাদে তিনি লালিত হন । প্রথমে বাগদাদের মুহাদ্দিসগণের নিকট তিনি ইলমে হাদীস অধ্যয়ন করেন । এরপর কূফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে সফর করে হাদীস শাস্ত্রে গভীর ইলম অর্জন করেন । সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইমাম শাফেয়ী প্রমূখ ছিলেন তাঁর ওস্তাদদের মধ্যে অন্যতম ।

বৈশিষ্টাবলী ঃ তিনি হাদীস এবং ফেকাহ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন । হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো মুসনাদে আহমদ । সাড়ে সাত লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে ৩০ হাজারের বেশী হাদীস তিনি এই কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন । ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমূখ মনীষীগণ তাঁর থেকে হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন । তিনি একজন প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ছিলেন । আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের তিনি চতুর্থ ইমাম । তাঁর মাযহাবের অনুসারীদেরকে হাম্বলী বলা হয় ।

মৃত্যু ঃ মুতাযিলাদের মতবাদের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে খলীফা তাঁকে কারারুদ্ধ করেন । বেত্রাঘাত এবং নানাবিধ নির্যাতনের পর ২৪১ হিজরীতে ৭৭ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন । বাগদাদেই তাঁকে দাফন করা হয় ।

....

তথ্যসূত্র-

১. সিয়ার ৯/৪৪৬, ২. তাহযীবুল কামাল ১/১৫৭, ৩. তাযকিরা ১/১৫, ৪. তাহযীবুত তাহযীব ১/৯৭, ৫. হিলইয়া ৬/৩০১ ।

প্রমাণপঞ্জি

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা- আলমাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ

২. আলইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ- দারুল ফিকর

৩. উসদুল গাবা ফী মারিফাতিস সাহাবাহ- দারুল মারিফা

৪. হিলইয়াতুল আউলিয়া- দারুল হাদীস আলকাহেরা

৫. তাযকিরাতুল হুফফায - দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা

৬. আলবিদায়া ওয়ান্নিহায়া- দারুল আকীদা

৭. তাহযীবুল কামাল - দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা

৮. তাহযীবুত তাহযীব- দারুল ফিকর

৯. তারীখু আসমাইস সিকাত- আলফারুক আলহাদীসিয়্যা লিত্তবাআতি ওয়ান্নাশরি

১০. আত্ তারীখুল কাবীর- দারুল কুতুব আলইলমিয়্যা

১১. তাকরীবুত তাহযীব-

১২. তানিবুল খাতীব-

১৩. আলইকমাল ফী আসমায়ীর রিজাল

১৪. ফুকাহাউস সাহাবাহ ওয়া রুয়াতুল হাদীস মিনহুম (দারুল উলুম দেওবন্দ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মাকতাবাতুল ইসলাম
আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা ।
ফোন ঃ ০১৯১১-৬২০৪৪৭

মাকতাবাতুল কুরআন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা ।
ফোন ঃ ০১৯১৪-৭৩৫০১৩

জামিয়া শায়খ যাকারিয়্যা
কাঁচকুড়া, উত্তরখান, ঢাকা ।
ফোন ঃ ০১৭১৭-৪৭২৩৭৯

হক্কানী কুতুবখানা
বড়মসজিদ মার্কেট, ময়মনসিংহ